Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজিফা খাতুন

রোলঃ 23090121747

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজিফা খাতুন

রোলঃ 23090121747

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজিফা খাতুন, আইডিঃ 23090121747 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Najifa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাজিফা খাতুন

আইডিঃ 23090121747

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ১: অবিভাবকের পরিচয় ও গুরুত্ব 9

অধ্যায় ২: নবজাতক থেকে শৈশব - ইসলামী লালন-পালনের প্রাথমিক পর্যায় 21

অধ্যায় ৩: মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ শিক্ষা দেওয়া 35

অধ্যায় ৪. সন্তানের ভরণপোষণ ও ভরণপোষণের সময়সীমা 36

অধ্যায় ৫. সন্তানের জন্মের আগে পিতামাতার দায়িত্ব 39

অধ্যায় ৬. পিতামাতার আচরণ এবং দোয়া 40

অধ্যায় ৭. কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা 41

অধ্যায় ৮. অভিভাবকদের অজ্ঞতা 44

অধ্যায় ৯. পর্দার বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া 45

অধ্যায় ১০. নবজাতককে কেন্দ্র করে যে সব ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে 46

অধ্যায় ১১. সন্তান পালনে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ 55

অধ্যায় ১২. ঈমান ও আকীদা শিক্ষা 56

অধ্যায় ১৩. নৈতিক চরিত্র গঠন 58

অধ্যায় ১৪. শারীরিক যত্ন ও পুষ্টি 58

অধ্যায় ১৫. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন 59

অধ্যায় ১৬. সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য ও আবেগ 62

অধ্যায় ১৭: ন্যায়বিচার ও সমতা 63

অধ্যায় ১৮: শাসন ও সংশোধন 68

অধ্যায় ১৯: সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক 69

অধ্যায় ২০: বিবাহযোগ্য করে গড়ে তোলা 72

অধ্যায় ২১: দুআ এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 76

উপসংহার 79

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন দুনিয়াতে। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

সন্তান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামতগুলোর একটি। কিন্তু শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়াই পিতামাতার দায়িত্ব নয়। বরং সন্তানকে সঠিক পথে গড়ে তোলা, তাকে শিক্ষিত করা এবং নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা আল্লাহ পিতামাতার উপর অর্পণ করেছেন।

কুরআনের নির্দেশনা

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ"

অর্থ: "হে বিশ্বাসীরা, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬)

এই আয়াতে পরিবারের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতামাতা শুধু খাদ্য-বস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেন না, বরং সন্তানের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নও নিশ্চিত করতে হয়।

শিশুর জীবনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় তার ধর্মীয় ও মানসিক গঠনের প্রক্রিয়া। ইসলাম শিশু জন্মের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। এই নির্দেশনাগুলো শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর ধর্মীয়, মনোবৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত কারণ। শিশুর প্রথম শব্দ যেন আল্লাহর নাম হয়, প্রথম অভিজ্ঞতা যেন ইসলামী মূল্যবোধে পরিপূর্ণ হয় - এটিই ইসলামের লক্ষ্য।

সন্তান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান আমানত। তারা শুধুমাত্র আমাদের ঘরের আলো কিংবা চোখের শীতলতাই নয়, বরং তারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন:

اَلۡمَالُ وَالۡبَنُوۡنَ زِيۡنَةُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا‌ ۚ وَالۡبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيۡرٌ عِنۡدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيۡرٌ اَمَلًا

সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা। তবে যে সৎকর্ম স্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা সওয়াবের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট।

—আল কাহ্‌ফ - ৪৬

হাদিসে এসেছে

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». رواه مسلم

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘‘যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু তিনটি জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে ।’’ (মুসলিম) (মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাঊদ ২৮৮০,৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নেক সন্তান পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য সওয়াবের ধারা অব্যাহত রাখে। কিন্তু সন্তানকে নেককার বানানোর দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে এটি পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব।

বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ

আজকের যুগে সন্তান লালন-পালন একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে:

প্রযুক্তির প্রভাব, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা এমন সব বিষয়ের সংস্পর্শে আসছে যা তাদের ঈমান-আকীদা ও নৈতিকতার জন্য হুমকিস্বরূপ। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা খুব সহজেই তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমাদের সন্তানরা এমন এক সংস্কৃতির মধ্যে বড় হচ্ছে যেখানে ইসলামী মূল্যবোধের তেমন কোনো স্থান নেই। ফ্যাশন, বিনোদন, জীবনযাপনের ধরন - সবকিছুতেই ইসলামবিরোধী উপাদান মিশে আছে।

দ্বীনী শিক্ষার অভাবে অনেক পরিবারে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ সঠিকভাবে প্রদান করা হয় না। ফলে সন্তানরা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায় এবং সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হয়।

এই সকল চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মুসলিম পিতা-মাতার জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান লালন-পালনের সঠিক পদ্ধতি জানা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

পিতা-মাতার জবাবদিহিতা

ইসলামে পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

হাদিসে এসেছে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي مُوسَى . وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .قَالَ حَكَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ،

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، مُحَمَّدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ، . قَالَ وَرَوَى غَيْرُ، وَاحِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ " . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সাবধান! তোমরা সকলেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দায়িত্ব পালন) প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দায়িত্ব) বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রাখাল (অভিভাবক)। তাদের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপিকা) তাকে এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। তাকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা সকলেই রাখাল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ রাখালী বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।সহীহ্, সহীহ আবূ দাঊদ (২৬০০), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আনাস ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ মূসার হাদীস সুরক্ষিত নয়। একইভাবে আনাসের হাদীসও অরক্ষিত। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি ইবরাহীম ইবনু বাশশার আর-রামাদী-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবী বুরদা হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার এ বিষয়টি জানিয়েছেন। উক্ত হাদীস একাধিক ব্যক্তি সুফিয়ান হতে, তিনি বুরাইদ হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক। মুহাম্মাদ বলেন, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম-মুআয ইবনু হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে বিষয়ের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন” ।ইমাম বুখারী এটাকে অরক্ষিত হাদীস বলেছেন। মুআয ইবনু হিশাম-তার পিতা হিশাম হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি হাসান বাসরী (রহঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূত্রে এটা মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন:
- আমরা আমাদের সন্তানদের তাওহীদ শিখিয়েছি কিনা, তাদেরকে দ্বীন শিখিয়েছি কিনা, হালাল রিজিকের মাধ্যমে প্রতিপালন করেছি কিনা, তাদেরকে আখিরাতের পথ দেখিয়েছি কিনা।

এই জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করলে প্রতিটি বিবেকবান পিতা-মাতা শিউরে উঠবেন এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের চক্ষু শীতল করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানান।" (সূরা ফুরকান: ৭৪)

অধ্যায় ১: অবিভাবকের পরিচয় ও গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিনকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ:

“আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এ জন্য—তারা যেন আমার ইবাদত করে।”

— সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

আল্লাহ আমাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে বসবাসের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে অগণিত নেয়ামাত দান করেছেন। আকাশ,

পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পানি, বাতাস, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান - সবকিছুই আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতরাজির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান একটি নিয়ামাত হলো আমাদের সন্তান-সন্ততি।

সন্তান কত বড় নিয়ামত তা বুঝতে হলে একজন নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মা-বাবাকে দেখলে বোঝা যায়। তাদের চোখের অশ্রু ও হৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়ে দেয় সন্তান আল্লাহর কত বড় দান! যারা সন্তানের আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন, হাসপাতালের দোরগোড়ায় ঘুরে বেড়ান, তাদের কাছে সন্তানের মূল্য অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা এই মহা নিয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ بَنِيۡنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُوۡنَ وَبِنِعۡمَتِ اللّٰهِ هُمۡ يَكۡفُرُوۡنَ

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে?"
(সূরা আন-নাহল: ৭২)

এই আয়াতের গভীর শিক্ষা:

১.দাম্পত্য জীবন - আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা মানুষকে একা সৃষ্টি করেননি, বরং জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একে অপরের মধ্যে শান্তি, প্রশান্তি ও প্রেম-ভালোবাসা খুঁজে পায়।

এভাবে সম্পর্ক ও স্নেহের মাধ্যমে জীবন সম্পূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। এটি আল্লাহর রহমত ও অসীম হিকমত (প্রজ্ঞা)।

২. সন্তান ও নাতি-নাতনি - আল্লাহর বিশাল দান

আল্লাহ বলেন যে সন্তান, নাতি-নাতনি এবং বংশধরেরা সবাই তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিশাল দান ও করুণা। মানুষ নিজের শক্তি বা ক্ষমতায় সন্তান তৈরি করতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, প্রাণ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে।

৩. রিযিক - আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চিত ব্যবস্থা

আল্লাহ শুধু পরিবারই দেননি, বরং পরিবার চলার জন্য রিযিক বা জীবিকারও ব্যবস্থা করেছেন। ফসল, ফলমূল, পশু, পানি, বায়ু, সম্পদ - সবকিছুই আল্লাহর বিশেষ উপহার।

প্রতিটি সন্তান তার রিযিক নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে।

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ...

রেফারেন্স

- **মুসনাদ আহমদ** (Musnad Ahmad), **হাদিস** 17303

- **ইবনু হিব্বান**, সহীহ: 2/509

- **হাকিম**, "مستدرك" — সহীহ বলে গ্রেড করেছেন

- **আল-আলবানী** — "صحيح الجامع" (হাদিস 2085) → **সহীহ**

অর্থ:

"রূহুল কুদুস (জিবরাইল আ.) আমার অন্তরে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যে— কোনো প্রাণী মারা যাবে না, যতক্ষণ না তার নির্ধারিত রিজিক সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তার সময় পূর্ণ হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রিজিকের ক্ষেত্রে সুন্দর ও হালাল পথে চেষ্টা করো..."

৪. কৃতঘ্নতার মহাপাপ

এত নিয়ামত পাওয়ার পরও মানুষ যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, অন্যের ইবাদত করে, মিথ্যা দেবতা ও বাতিল বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে - এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে?

আল্লাহ প্রশ্ন করেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

বাংলা অর্থ:

"তবুও কি তারা কিছু অংশে ঈমান আনবে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এমন করবে, তার প্রতিদান শুধুই এই জগতের অপমান; এবং কিয়ামতের দিনে তাদের ফেরত পাঠানো হবে কঠোর শাস্তির দিকে। আল্লাহ যা করছো, তা জানেন।"
সূরা আল-বাকারা (২:৭৫)

এটি এক গভীর সতর্কবাণী। যে আল্লাহ জীবনসঙ্গী দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন, রিযিক দিয়েছেন - তাঁকে অস্বীকার করে অন্যের পূজা করা চরম কৃতঘ্নতা।

৫. এই আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা

পরিবার, সন্তান, জীবিকা - সবই আল্লাহর দান। এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই।
এসব দেখে আল্লাহর শোকর (কৃতজ্ঞতা) করা উচিত।

সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা আল্লাহর শোকরের অংশ। কারণ এই সন্তান তাঁরই দেয়া আমানত।

সন্তান দান - সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা

অনেকে মনে করেন সন্তান হওয়া-না-হওয়া, ছেলে-মেয়ে হওয়া - এসব মানুষের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَسْخَرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٤٩)

يُوْتِي مَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيُوْتِي مَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)٥٠(

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُورًا وَأُنْثَىٰ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)٥٠(

অর্থ:

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত সবই তাঁর হাতে। ধন্য আল্লাহ, যে সমস্ত জগতের রব।

যাকে চান, কন্যা দেন; যাকে চান, পুত্র দেন; অথবা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দেন। আর যাকে ইচ্ছা, বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"

সূরা আশ-শূরা (৪২:৪৯-৫০)

সম্পূর্ণ মালিকানা শুধু আল্লাহর

আল্লাহ প্রথমেই ঘোষণা করছেন - আকাশ ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ রাজত্ব, কর্তৃত্ব, সিদ্ধান্ত, ক্ষমতা - সবকিছুই একমাত্র তাঁর হাতে।

সন্তান হবে কি হবে না এটা তিনিই ঠিক করেন। ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটাও তাঁরই সিদ্ধান্ত। কখন হবে, কতজন হবে - সবই তাঁর হুকুম অনুযায়ী।

মানুষ শুধু চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ফলাফল দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

এই আয়াতে আল্লাহ চার ধরনের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন:

(ক) যাকে চান শুধু কন্যা সন্তান দেন

কোনো কোনো পরিবারে শুধু মেয়ে সন্তানই হয়। জাহেলি যুগের আরবরা এটিকে অপমান মনে করত, কিন্তু ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মেয়ে সন্তান **আল্লাহর বিশেষ রহমত**।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ " .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। [৫১৪৫]
[৫১৪৫] তিরমিযী, আহমাদ । সানাদের আইয়ূব ইবনু বাশীর সম্পর্কে হাফিয বলেনঃ মাজহুল

আল্লাহ নিজে এই আয়াতে প্রথমে কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মেয়েদের বিশেষ মর্যাদা প্রমাণ করে।

(খ) যাকে চান শুধু পুত্র সন্তান দেন

আবার কারো কারো পরিবারে শুধু ছেলে সন্তানই হয়। এটিও আল্লাহর পরীক্ষা ও দান। ছেলে-মেয়ে উভয়ই সমান সম্মানের এবং উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত।

(গ) কাউকে উভয়ই দেন - পুত্র ও কন্যা

অনেক পরিবারে ছেলে ও মেয়ে দুই ধরনের সন্তানই থাকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নেয়ামত। এমন পরিবারে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি হয় এবং পিতা-মাতা বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

(ঘ) যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন

আল্লাহ কারো কারো ক্ষেত্রে সন্তান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি কোনো অভিশাপ বা শাস্তি নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ পরীক্ষা।

সন্তান না হওয়ার পেছনে আল্লাহর অনেক হিকমত (প্রজ্ঞা) থাকতে পারে:
- কখনো এটি ঈমানের পরীক্ষা - ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির পরীক্ষা
- কখনো এর মাধ্যমে দুনিয়াবি কোনো মঙ্গল নিহিত থাকে
- কখনো ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নেন

মনে রাখতে হবে, যাঁদের সন্তান হয় না তাঁরাও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারেন। অনেক মহান ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর নেককার বান্দা সন্তানহীন ছিলেন।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ (আলীম)

আল্লাহ জানেন কার জন্য কী ভালো। তিনি জানেন:
- কাকে সন্তান দিলে তার দুনিয়া ও আখিরাত ভালো হবে
- কাকে সন্তান না দিলে তার কল্যাণ হবে
- কার জন্য ছেলে সন্তান উত্তম, আর কার জন্য মেয়ে সন্তান
- কোন সন্তান কখন আসা উচিত

তাঁর জ্ঞান অসীম ও নিখুঁত। আমরা যা বুঝি না, তিনি তা জানেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (কাদীর)

চিকিৎসকরা বলতে পারেন - আপনার সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ যদি চান, তবে মুহূর্তেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারেন।

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা: বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বন্ধ্যা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে পুত্র সন্তান দান করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা: বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্ত্রী সারা (যিনি সারা জীবন বন্ধ্যা ছিলেন) সন্তান ধারণ করেন এবং ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে - আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কোনো কিছুই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়।

তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

সন্তান - একটি মহা পরীক্ষার নাম

সন্তান শুধু নেয়ামতই নয়, বরং এক মহা পরীক্ষাও। আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থ: "জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।"
(সূরা আল-আনফাল: ২৮)

আরবি 'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষা, পরীক্ষাস্বরূপ বিষয়, বা এমন কিছু যা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সন্তান ও সম্পদকে 'ফিতনা' বলার কারণ হলো:

১. আল্লাহ থেকে গাফিল করতে পারে

সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ও আসক্তি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কেউ কেউ সন্তানের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, ইবাদত-বন্দেগী সব ছেড়ে দেন।

২. হারামে জড়িয়ে ফেলতে পারে

সন্তানকে সুখী করতে গিয়ে অনেক পিতা-মাতা হারাম উপার্জন শুরু করেন। ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, চুরি - যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সন্তানের জন্য খরচ করেন। কিন্তু ভুলে যান যে, হারাম সম্পদ দিয়ে লালিত সন্তান কখনো নেককার হতে পারে না।

৩. অন্যায় আবদার মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে

সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে অনেক সময় পিতা-মাতা তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেন। যেমন:
- অশ্লীল পোশাক কিনে দেওয়া
- বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেওয়া
- খারাপ সঙ্গের সাথে মিশতে দেওয়া
- ইসলামবিরোধী কাজে সহযোগিতা করা

এভাবে সন্তানের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে পিতা-মাতা নিজের দীন বিসর্জন দিয়ে দেন।

৪. অভিমানী ও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলতে পারে

যারা সন্তানকে অতিরিক্ত স্নেহ-ভালোবাসা দেন এবং কোনো শাসন করেন না, সেই সন্তান বড় হয়ে অভিমানী, স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তারা পিতা-মাতার কথা শোনে না, বরং তাদের অবজ্ঞা করে।

৫. পিতা-মাতার পৃথিবী সীমিত করে দিতে পারে

অনেক পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তাদের নিজস্ব জীবন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু ভুলে যান। ফলে তারা একটি সীমিত জগতে আটকে পড়েন এবং অন্যদের সেবার সুযোগ হাতছাড়া করেন।

পরীক্ষায় সফল হওয়ার উপায়

এই মহা পরীক্ষায় সফল হতে হলে পিতা-মাতাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে:

আল্লাহকে সর্বদা প্রথমে রাখতে হবে

সন্তান যত প্রিয়ই হোক না কেন, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সর্বদা প্রথম। নামাজ, রোজা, দুআ - এসব কখনো ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

হালাল উপায়ে উপার্জন করতে হবে

সন্তানকে দেওয়ার জন্য শুধু হালাল রিযিক অর্জন করুন। হারাম অর্থ দিয়ে লালিত সন্তান কখনো সফল হতে পারে না।

ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে
সন্তানকে ভালোবাসতে হবে কিন্তু সেটাও সীমারেখা আছে। শাসন ও অনুশাসনের মাধ্যমে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

দুনিয়ার সাথে আখিরাতও চিন্তা করতে হবে

সন্তানকে শুধু পার্থিব সুখ দেওয়া যাবে না, বরং আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে । তাদের ঈমান ও নৈতিকতা গড়ে তুলতে হবে ।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে

সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে হবে না।সন্তানকে মানুষ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর ওপর তওয়াক্কুল করতে হবে।

এই পরীক্ষায় সফল হলে যে পুরস্কার পাওয়া যায় তা অতুলনীয়। আল্লাহ বলেন:

وَاللَّهِ عَظِيمُ الْأَجْرُ

অর্থ:

"এবং মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।"

সূরা আল-আনফাল (৮:৭০)

উপসংহার

সন্তান আল্লাহর একটি মহান নিয়ামত, কিন্তু একই সাথে একটি বিশাল পরীক্ষাও।

যারা এই পরীক্ষায় সফল হতে পারবে আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরষ্কার দান করবেন।

নেক সন্তান সত্যিই এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ হাতে পেয়ে যারা তা নষ্ট করেন, তারা সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। আর যারা সেই সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন, তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই সফল।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে নেক সন্তান দান করুন এবং তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করার তাওফিক দিন। আমীন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ:

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের চক্ষু শীতল করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানান।"

সূরা ফুরকান আয়াত: ৭৪

সন্তান - আল্লাহর আমানত

"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا"

অর্থ: "ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য; কিন্তু চিরস্থায়ী পুণ্যকাজ তোমার পালনকর্তার কাছে উত্তম এবং আশার দিক থেকেও উত্তম।" (সূরা আল-কাহফ, আয়াত ৪৬)

প্রতিটি সন্তান আল্লাহর কাছ থেকে একটি অমূল্য উপহার।

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ :إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

অর্থ: "যখন মানুষ মরে যায়, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া - একটি ওয়াকফ (ওয়াকফকৃত সম্পত্তি), একটি উপকারী জ্ঞান, অথবা একটি নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৩১)

সন্তান প্রতিপালনে যে সময় এবং মনোযোগ বিনিয়োগ করা হয়, তা আসলে আখিরাতের জন্য বিনিয়োগ।

পরীক্ষা হিসেবে সন্তান

"إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ"

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা; এবং আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।" (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত ১৫)

জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

অর্থ: "প্রতিটি ব্যক্তি পালক এবং সবাই তাদের রক্ষিতদের সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।" (সুনানে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৭০৫)

অধ্যায় ২: নবজাতক থেকে শৈশব - ইসলামী লালন-পালনের প্রাথমিক পর্যায়

শিশুর জীবনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় তার ধর্মীয় ও মানসিক গঠনের প্রক্রিয়া। ইসলাম শিশু জন্মের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। এই নির্দেশনাগুলো শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর ধর্মীয়, মনোবৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত কারণ। শিশুর প্রথম শব্দ যেন আল্লাহর নাম হয়, প্রথম অভিজ্ঞতা যেন ইসলামী মূল্যবোধে পরিপূর্ণ হয় - এটিই ইসলামের লক্ষ্য।

১. শিশু জন্মের প্রথম মুহূর্তে আজান ও ইকামাত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা

শিশু জন্মের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার কানে আজান ও ইকামাত দেওয়া।

হাদিসে এসেছে

إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ مَوْلُودٌ، فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقِيمُوا فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى.

"তোমাদের কারো ঘরে যখন সন্তান জন্ম হয়, তখন তার **ডান কানে আযান** দাও এবং **বাম কানে ইকামাহ** দাও।"

- **মুসনাদ আবু ইয়ালা**
- **আল-বায়হাকি**

আরেকটা হাদিসে এসেছে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ .

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রাঃ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিতঃ

তিনি (আবূ রাফি) বলেন, ফাতিমা (রাঃ) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)- কে প্রসব করলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হাসানের কানে আযানের মতই আযান দিতে দেখেছি।যঈফ, যঈফা নতুন সংস্করণ (১/৪৯৩)।
আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আকীকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস “ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে সমবয়সী দু’টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করতে হবে” অনুযায়ী আমল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি বকরী দিয়ে হাসান ইবনু আলীর আকীকা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এর তাৎপর্য ও উপকারিতা

শিশুর প্রথম শব্দ - আল্লাহর তাওহীদ:
নবজাতক শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার কান প্রথম যে কথা শোনে তা হলো আল্লাহর মহত্ত্ব ও একত্ববাদের বার্তা:

- "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)
- "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)
- "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)

এটি শিশুর অবচেতন মনে প্রথম থেকেই তাওহীদের বীজ বপন করে।

শয়তান থেকে সুরক্ষা:
হাদিসে বর্ণিত আছে যে শয়তান প্রতিটি শিশুকে জন্মের মুহূর্তে ছুঁতে চায়। আজান দেওয়ার মাধ্যমে শয়তান শিশু থেকে দূরে থাকে।

হাদিসে এসেছে

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»صِيَاحُ الْمَوْلُودِ ** حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ«

বাংলা অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“শিশুর চিৎকার তখন হয় যখন জন্মের সময় শয়তান একটি আঘাত বা স্পর্শ দেয়।”
" (মিশকাতুল মাসাবিহ-৭০)

আজান দেওয়ার মাধ্যমে শিশুর ভবিষ্যৎ আল্লাহর দিকে নির্দেশ করা হয়। এটি একটি প্রতিশ্রুতি যে এই শিশু ইসলামের মধ্যে বড় হবে ও আল্লাহর পথে চলবে।

২. শিশুর মুখে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দেওয়া (তহনীক)

ইসলামী পদ্ধতি

জন্মের পর শিশু যখন প্রথমবার খাবার গ্রহণ করে, তখন তা মিষ্টি হওয়া উচিত। এটিকে 'তহনীক' বলে। এটি একটি মুস্তাহাব সুন্নত।

حَدَّثَنِيْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهُ فِيْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى

আসমাআ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, তখন তাঁর পেটে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্নু যুবায়ের, তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মাদিনাহয় এসে কুবা’তে অবতরণ করি। এ কুবাতেই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে থুথু দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আব্দুলাহর পেটে গেল তা হল নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর থুথু। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামান্য চিবান খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু’আ করলেন এবং বরকত চাইলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান

যিনি হিজরতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন। খালিদ ইব্নু মাখলদ (রহঃ) উক্ত রেওয়াত বর্ণনায় যাকারিয়া ইব্নু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা (রাঃ) গর্ভবতী অবস্থায় হিজরত করে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকটে আসেন। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৬২১, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৬২৫)

সহিহ বুখারী: ৩৯০৯
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: https://ihadis.com/bukhari/hadith/3909

খেজুরের বিশেষত্ব

পুষ্টিগুণ: খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা, খনিজ পদার্থ ও ফাইবার যা নবজাতকের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

সহজপাচ্য: নবজাতকের পাকস্থলী অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং খেজুর সহজেই হজম হয়।

প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক: খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য যা শিশুকে রোগ থেকে রক্ষা করে।

সূরা মরিয়াম, আয়াত ২৫

فَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

বাংলা অনুবাদ:
"অতএব তুমি খেজুরের গাছের ডাল দোলাও, যেন তা তোমার দিকে তাজা খেজুর ঝরে পড়ে।"
ব্যাখ্যা:

- এটি মরিয়াম (আ.)-এর প্রসবকালে ঘটেছে।
- আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, খেজুর খেয়ে শক্তি অর্জন করতে।
- আয়াতটি **খেজুরের পুষ্টিগুণ এবং আল্লাহর দিকনির্দেশনার গুরুত্ব** প্রমাণ করে।

অন্যান্য বিকল্প

যদি খেজুর না পাওয়া যায়, তবে মধু বা অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় পুষ্টিকর খাবার ব্যবহার করা যায়। তবে বর্তমানে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নবজাতককে শুধু মায়ের দুধই দেওয়া হয়, তাই তহনীক ঐচ্ছিক।

৩. শিশুর নাম রাখা

নাম রাখার গুরুত্ব

নাম রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ এটি শিশুর সারা জীবনের সাথে থাকে।

হাদিসে এসেছে

সুনানে আবু দাউদহাদিস নম্বর ৪৯৪৮

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ .

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী ইবনু আবূ যাকরিয়া (রহঃ) আবূ দারদার (রাঃ) সাক্ষাৎ পাননি।৪৯৪৬দুর্বল: মিশকাত হা/৪৭৬৮, যঈফাহ হা/৫৪৬০।

৪৯৪৬দারিমী, আহমাদ। এর সানাদে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

ইবনে ক্বাইয়িম ও ইবনে তাইমিয়্যাহ-এর নাম-সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ

ইবনে ক্বাইয়িম (Ibn al-Qayyim)

নাম ও তার প্রভাব

ইবনে ক্বাইয়িম বলেছে যে নামের অর্থ থাকে এবং সেই অর্থ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে ("names have meanings, these meanings will inevitably have an effect on the person who bears the name")।

তাঁর লেখা অনুযায়ী, অনেক সময় এমন নাম থাকে যার "معانٍ مذمومة (নিন্দনীয় অর্থ)" — অর্থাৎ খারাপ বা নেতিবাচক মানে — এবং এই ধরনের নাম দেওয়া উচিত এড়িয়ে যাওয়া।

নবীর নাম পরিবর্তন করা

ইবনে ক্বাইয়িম একটি উদাহরণ দেয় যেখানে নবী ﷺ কিছু নাম পরিবর্তন করেছিলেন — কারণ পুরোনো নামগুলোর অর্থ বা উচ্চারণে সমস্যা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, "برّة" (বারার) নাম পরিবর্তন করে "زينب" রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, "... الأسماء لها تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر بأسمائها في الحسن والقبح" — অর্থাৎ নাম এবং নামধারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব থাকে, সুন্দর ও কুরূপ নাম উভয়ই তার ধারকের ওপর কিছু প্রভাব ফেলে।

নিন্দনীয় বা অপকারী নামের শ্রেণীবিভাগ

ইবনে ক্বাইয়িম কিছু নামকে "مذمومة (নিন্দনীয়)" হিসেবে ভাগ করেছেন: যেমন এমন নাম যেগুলোর অর্থ মূল্যায়নযোগ্য নয়, বা যেগুলো মানুষের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু নাম তাদের শ্রেণীবিভাগে রয়েছে যাদের অর্থ "إثم ومعصية" (পাপ/অপকর্ম) নির্দেশ করে।

সঠিক নাম রাখার নীতিমালা

ইসলামী নাম রাখার পদ্ধতি:

১. আল্লাহর নামে রাখা: আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক (ছেলেদের নাম)

২. নবী-রাসূলদের নাম:মুহাম্মাদ, আহমাদ, ইব্রাহীম, ইসহাক (ছেলেদের নাম); ফাতিমা, আয়েশা, খাদিজা (মেয়েদের নাম)

৩. সাহাবাদের নাম: আবু বকর, উমর, আলী, উসমান (ছেলে); আসমা, হাফসা (মেয়ে)

৪. গুণবাচক নাম: সাবিত (স্থির), আমীন (বিশ্বাসী), সাদিক (সত্যবাদী), নুর (আলো), নূরা (আলো)

যে ধরনের নাম এড়িয়ে চলা উচিত

খারাপ অর্থযুক্ত নাম: যেমন - জাহেল (অজ্ঞ), কাযাব (মিথ্যাবাদী) এড়িয়ে চলুন।

অমুসলিম নাম: খ্রিস্টান বা অন্যান্য ধর্মের নাম ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শয়তান ও নরকীয় নাম: এসব নাম রাখাও ঠিক না, কারণ নামের প্রভাব পড়ে মানুষের ওপর।

অসম্মানজনক নাম: এমন কোনো নাম রাখা উচিত না যা সন্তানকে লজ্জিত করতে পারে।

নাম রাখার সুবিধা
- সুন্দর নাম শিশুর মনোবল ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে
- ইসলামী নাম শিশুকে মুসলিম পরিচয় দেয়
- সঠিক নাম শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে
- সুন্দর নাম সমাজে শিশুকে সম্মান এনে দেয়

৪. শিশুর মাথার চুল মুন্ডানো

ইসলামী রীতি

জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল মুন্ডানো একটি সুন্নত।

হাদিসে এসেছে

জামে' আত-তিরমিজিহাদিস নম্বর ১৫২২

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ " .حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الْغُلاَمِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ وَقَالُوا لاَ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلاَّ مَا يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَةِ .

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে।সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৬৫)

আল-হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবূ আরূবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আল হাসান হতে, তিনি সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের মতো বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন শিশু জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে আকীকা করাটা মুস্তাহাব, সপ্তম দিনে অক্ষম হলে চৌদ্দতম দিনে এবং সেই তারিখেও অক্ষম হলে একুশতম দিনে। তারা আরো বলেন, যে ধরনের বকরী কুরবানীর জন্য বৈধ সেই ধরনের বকরী আকীকার জন্যও বৈধ।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকহাদিস নম্বর ১০৬১

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.

জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিতঃ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনয়া ফাতিমা (রা) হাসান, হুসাইন, যায়নাব ও উম্মে কুলসুম (রা)-এর মাথার চুল ওজন করে সেই পরিমাণ রৌপ্য দান করেছিলেন। (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন)

শারীরিক উপকারিতা

স্বাস্থ্য সুবিধা: নবজাতকের মাথা অত্যন্ত নরম ও সংবেদনশীল। পুরানো চুল মুন্ডিয়ে নতুন, শক্তিশালী চুল আসে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: শিশুর মাথা থেকে শরীরের বেশিরভাগ তাপ নির্গত হয়। চুল পরিষ্কার করা তাপমাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে সাহায্য করে।

রক্ত সঞ্চালন: মাথার ত্বকে ভালো রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করে শক্তিশালী চুলের বৃদ্ধি হয়।

সময় ও পদ্ধতি

সময়: জন্মের সপ্তম দিনে

পদ্ধতি:
- শিশুর মাথা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন
- একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সাবধানে চুল কাটিয়ে নিন
- ধারালো রেজর বা কাঁচি ব্যবহার করুন যাতে ত্বকে আঘাত না লাগে

চুলের ব্যবহার

মুন্ডানো চুলের ওজন পরিমাপ করে সেই পরিমাণ রূপা বা তার মূল্য দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয়। এটি আল্লাহর শোকরের একটি প্রকাশ।

৫. আকিকাহ করা

আকিকাহ কী?

আকিকাহ হলো শিশু জন্মের উপলক্ষে পশু জবাই করা এবং তার গোশত দরিদ্র মানুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা। এটি একটি প্রশংসনীয় সুন্নত কাজ ।

হাদিসে এসেছে

সুনানে ইবনে মাজাহহাদিস নম্বর ৩১৬৪

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " إِنَّ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " .

সালামান বিন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করতে হবে অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু যবেহ করো) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো। [৩১৬৪]

[৩১৬৪] সহীহুল বুখারী ৫৪৭১, তিরমিযী ১৫১৫, নাসায়ী ৪২১৪, আবূ দাউদ ২৮৩৯, আহমাদ ২৭৫৪২, ১৫৭৯৭, ১৭৪১৫, ১৭৪২৯, দারেমী ১৯৬৭, ইরওয়া ১১৭১, সহীহ আবু দাউদ ২৫২৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ

অপর হাদিসে এসেছে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْقِرُ عَنِ الْوَلَدِ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحَنَّكُ *(সুনান বা হাদিস সূত্র: বুখারি/মুসলিম/সুনান আবু দাউদ)*

অর্থ:

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: “শিশুর জন্মের সাতম দিনে আকিকাহ করা হয়, নামকরণ করা হয় এবং দাতের জন্য হান্নাক (মিষ্টি বা খেজুর) দেওয়া হয়।”

মর্ম:

- আকিকাহ শিশু জন্মের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে করা হয়।

- এটি শিশু ও তার পরিবারের জন্য **বারকাহ** এবং **শাফাআতের কারণ** হিসেবে বিবেচিত।

আকিকাহের সময

জন্মের সপ্তম দিনে করা সবচেয়ে উত্তম সময়

বিকল্প সময়:
- ১৪ তম দিন (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
- ২১ তম দিন (তৃতীয় সপ্তাহ)

অর্থাৎ যদি সপ্তম দিনে সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী বিজোড় দিনগুলোতে করা যায়। তবে দীর্ঘ দেরি করা উচিত নয়।

আকিকাহের পশু

ছেলে শিশুর জন্য: দুটি ছাগল বা ভেড়া (সমান আকার ও বয়সের)

মেয়ে শিশুর জন্য: একটি ছাগল বা ভেড়া

পশুর বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে এবং তা নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

আকিকাহের গোশত বন্টন

এক তৃতীয়াংশ: পরিবারের জন্য রাখা

এক তৃতীয়াংশ: আত্মীয়স্বজনদের জন্য

এক তৃতীয়াংশ: দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বন্টন করা

আকিকাহের উপকারিতা

শিশুর জন্য শাফাআত: আকিকাহ শিশুর পক্ষে কিয়ামতে শাফাআত করবে।

গুনাহ মোচন: আকিকাহ পিতা-মাতার কিছু গুনাহ মোচন করে।

সামাজিক বন্ধন: এর মাধ্যমে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।

আল্লাহর শোকর: নতুন সন্তানের জন্য আল্লাহর শোকর প্রকাশের মাধ্যম।

দাতব্য কাজ: দরিদ্রদের সাহায্য করার সুযোগ।

৬. খাতনাহ করা

খাতনাহর গুরুত্ব

খাতনাহ বা মোসাল্লেমা হলো ছেলে শিশুর ত্বক অপসারণ। এটি একটি প্রাচীন ইসলামী রীতি যা ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

সহিহ মুসলিম: হাদিস নম্বর ৪৮৫

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ " .

আবূ হুরাইরাহ্(রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
নাবী(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ফিত্‌রাহ্ (স্বভাব) পাঁচটি অথবা বলেছেন, পাঁচটি কাজ হলো ফিত্‌রাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত- খাতনা করা, ক্ষুর দ্বারা নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং গোঁফ কাটা। (ই.ফা. ৪৮৭, ই.সে. ৫০৩)

খাতনাহর সময়

সপ্তম দিনে: জন্মের সপ্তম দিনে করা উত্তম

বিকল্প সময়:
- প্রথম দুই সপ্তাহে
- আকিকাহের সাথে

তবে খুব দেরি করা উচিত নয়। বেশিরভাগ উলেমা সপ্তম দিনে বা প্রথম সপ্তাহে করার পরামর্শ দেন।

খাতনাহের উপকারিতা

স্বাস্থ্য উপকারিতা:
- সংক্রমণ ও রোগ থেকে রক্ষা করে
- স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করে
- প্রস্রাবের পথ পরিষ্কার রাখে

ধর্মীয় তাৎপর্য:
- হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুসরণ
- ইসলামী পরিচয়ের চিহ্ন
- পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে চলা

পদ্ধতি

- একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বা যথাযথ প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা করাতে হবে
- আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত
- সংক্রমণ রোধের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন

৭. মায়ের দুধ খাওয়ানো

মায়ের বুকের দুধের গুরুত্ব

মায়ের দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার এবং এটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

"আর মাতারা তাদের সন্তানদের দুই বছর পূর্ণ করে পান করাবে, যারা স্তন্য পান সম্পূর্ণ করতে চায়।" (সূরা আল-বাকারা: ২৩৩)

বুকের দুধের উপকারিতা

শিশুর জন্য:
- সম্পূর্ণ পুষ্টি: প্রথম ছয় মাসের জন্য যথেষ্ট
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: মায়ের প্রতিরক্ষা উপাদান শিশুকে সুরক্ষা দেয়
- পাচন সহজ: শিশুর পাকস্থলী সহজে হজম করতে পারে
- মানসিক বন্ধন: মা-সন্তানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে

মায়ের জন্য:
- জরায়ু সংকোচন: ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমায়
- পারিবারিক বন্ধন: মা ও সন্তানের সম্পর্ক শক্তিশালী করে
- প্রাকৃতিক পদ্ধতি: দেহের অতিরিক্ত ক্যালোরি বার্ন করে

দুধ খাওয়ানোর সময়

প্রথম ছয় মাস: শুধুমাত্র বুকের দুধ

ছয় মাস থেকে দুই বছর: বুকের দুধের সাথে অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার

মায়ের দায়িত্ব

বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যাতে সন্তান ভালোভাবে বুকের দুধ পায়। আর সন্তান হওয়ার পরে সন্তানের ফিডিং চলাকালীন সময়ে মায়ের দেহ থেকে অনেক ক্যালোরি চলে যায় তাই মায়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত যাতে মা সুস্থ থাকতে পারেন।

সন্তান পিতা মাতার জন্য বিশাল দায়িত্ব ও আমানত। এই আমানত রক্ষা করা পিতামাতার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। ইসলাম সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। গর্ভধারণের আগে থেকে শুরু করে সন্তানের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পিতামাতার দায়িত্ব অব্যাহত থাকে।

অধ্যায় ৩: মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ শিক্ষা দেওয়া

ইসলামের মূল নীতি

মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ ইসলামের একটি মূল স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা তাওহীদের পর অবিলম্বে মাতা-পিতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদাচারণ করবে।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

শিশুকে এই মূল নীতিটি বুঝিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে যে মাতা-পিতা তাদের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী এবং আল্লাহর পর তাদের সম্মান করা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

কোরআনের অন্যান্য নির্দেশনা

وَٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا

"আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করবে। যখন তাদের মধ্যে এক বা উভয়ই তোমার কাছে বার্ধক্যে পৌঁছায়, তখন তাদের কাছে 'উহ্' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করো।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

অধ্যায় ৪. সন্তানের ভরণপোষণ ও ভরণপোষণের সময়সীমা

ভরণপোষণের গুরুত্ব

সন্তানের ভরণপোষণ পিতার অপরিহার্য কর্তব্য। এটি শুধু খাবার দেওয়া নয়, বরং সন্তানের সকল প্রয়োজন পূরণ করা - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সবকিছু।

হাদিসে এসেছে

রিয়াদুস সলেহিন: হাদিস নম্বর ৩০০

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره .وَرَوَاهُ مُسلِمٌ في صَحِيحِهِ بِمَعنَاهُ، قَالَ: كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু আস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল।’’ (আবূ দাউদ প্রমুখ, সহীহ) [১]

[১] মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮০, ৬৭৮৯, ৬৮০৯

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে সন্তানের ভরণপোষণ না করা একটি গুরুতর পাপ এবং অপরাধ যা পিতাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ভরণপোষণের সময়সীমা ও পরিমাণ

নবজাতক থেকে দুই বছর:
এই সময়ে মায়ের দুধ দেওয়া অপরিহার্য এবং পিতা পুরো পরিবারের ভরণপোষণ করবেন।

দুই বছর থেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত:
পিতা সন্তানের সকল খরচ বহন করবেন - খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন সবকিছু। এটি ইসলামী আইনের একটি নিশ্চিত অধিকার।

সাবালক হওয়ার পর:
ছেলে সন্তান নিজের ভরণপোষণে দায়বদ্ধ হলেও বয়স্ক ও অসহায় পিতামাতার ভরণপোষণ করতে হবে। এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।

মেয়ে সন্তান বিয়ের আগ পর্যন্ত পিতার ভরণপোষণে থাকে এবং বিয়ের পর স্বামীর ভরণপোষণে।

হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা

সন্তানের ভরণপোষণ শুধু যে কোনো উপায়ে করা যায় না। অবশ্যই হালাল এবং ন্যায্য উপায়ে আয় করতে হবে।

আল্লাহ তায়া'লা কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
— সূরা আল-বাকারা: 168

অর্থ:

"হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীর যা আছে তার হালাল ও পবিত্র অংশ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

— সূরা মুমিনুন: 51

অর্থ:

"হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং সৎকর্ম করো।"

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

— সূরা আল-আ'রাফ: 157

অর্থ:

"তিনি তাদের উপর অপবিত্র জিনিস (হারাম) নিষিদ্ধ করেন।"

এই আয়াতগুলো অত্যন্ত গুরুতর সতর্কবাণী। হারাম সম্পদ দিয়ে লালিত সন্তান কখনো সফল হতে পারে না। তার চরিত্র, আচরণ, মন-মানসিকতা সব কিছুই হারাম সম্পদের দ্বারা কলুষিত হয়ে থাকে।

দায়িত্ব বন্টন

পিতার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো উপার্জন করা এবং পরিবারকে হালাল সম্পদ দিয়ে লালন করা। মাতার দায়িত্ব হলো সেই সম্পদ বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করা এবং পরিবারকে সযত্নে পরিচালনা করা।

অধ্যায় ৫. সন্তানের জন্মের আগে পিতামাতার দায়িত্ব

গর্ভধারণের পূর্ব প্রস্তুতি

পিতামাতার দায়িত্ব শুধু সন্তান জন্মের পর শুরু হয় না, বরং গর্ভধারণের আগে থেকেই শুরু হয়। বিবাহের সময় থেকেই সঠিক দম্পতি নির্বাচন করতে হয়।

সঠিক দম্পতি নির্বাচন:
ইসলাম বিবাহের সময় সঙ্গী নির্বাচনে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়।

সহিহ মুসলিম:হাদিস নম্বর ৩৫২৭

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়- কন্যার ধন-সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপ-গুনের কারণে এবং তার দীনদারীর কারনে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও, (যদি এটা না কর তবে) তোমার দু’হাত ধূলিমাখা হোক। [৫৫] (ই.ফা. ৩৫০০, ই.সে. ৩৪৯৯)
[৫৫] বিবাহের ক্ষেত্রে দীনদারী গুনকে অগ্রাধীকার দিতে হবে। কেননা এটা ইহকাল ও পরকালে উভয়জগতে উপকারী। অন্য তিনটি গুণ দুনিয়াতে উপকারী হলেও আখিতারে কোন কাজে আসবেনা। সবকিছুর উপর দীনকে প্রাধান্য দেয়ার আরো কারণ হল মানুষ তার দীনদার সাথীর সাহচর্যে থেকে তার চরিত্র আচার-আচারণ থেকে উপকার পায় ও তার থেকে বারাকাত লাভ করে এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে নিরাপদ থাকে।বাক্যটিকে দু’আ, বিস্ময়, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ হাদীসের অনুপ্রেরনণা প্রদানের লক্ষ্যে বলা হয়েছে।

গর্ভধারণের সময় মায়ের দায়িত্ব

পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ:
গর্ভবতী মা যা খায় তা সরাসরি গর্ভস্থ সন্তানের বিকাশে প্রভাব ফেলে। তাই হালাল এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ অপরিহার্য। হারাম খাবার থেকে দূরে থাকা উচিত।

শারীরিক ও মানসিক যত্ন:
পিতা গর্ভবতী মায়ের সম্পূর্ণ যত্ন নেবেন। তার সুস্থতা, তার মানসিক প্রশান্তি সন্তানের সুস্থতার জন্য অত্যাবশ্যক। গর্ভবতী মাকে যে কোনো কঠোর পরিশ্রম থেকে মুক্ত রাখা উচিত।

পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পরিবেশ:
গর্ভবতী মায়ের চারপাশ শান্তিপূর্ণ এবং পবিত্র পরিবেশ হওয়া উচিত। ঝগড়া-ঝাঁটি, উত্তেজনা, ক্রোধ এড়িয়ে চলা উচিত। কোরআন তিলাওয়াত শোনা এবং ইসলামী পরিবেশ থাকা উচিত।

দোয়া ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস:
পিতামাতা উভয়েই সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। যেন আল্লাহ তায়া'লা একটি নেক ও সুস্বাস্থ্য সন্তান দান করেন ।

অধ্যায় ৬. পিতামাতার আচরণ এবং দোয়া

নেক আচরণের অমূল্য প্রভাব

পিতামাতার আচরণ সন্তানের জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষা। তারা যা দেখে, তাই শেখে এবং তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। যারা পিতামাতাকে সদাচার করতে দেখে, তারাও সদাচারী হয়ে ওঠে। যারা পিতামাতাকে দুর্ব্যবহার করতে দেখে, তারাও অনুরূপ আচরণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সন্তানদের সাথে মার্জিত এবং স্নেহময় আচরণ করতেন। তিনি তাদের সাথে খেলা করতেন, তাদের কথা শুনতেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য চিন্তা করতেন। তিনি কখনো অপ্রয়োজনে বকাঝকা বা মারপিট করতেন না।

পিতামাতার দোয়ার অসাধারণ শক্তি

পিতামাতার দোয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত কার্যকর এবং শক্তিশালী। আল্লাহ পিতামাতার দোয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে শোনেন। তারা সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা করবেন।

কোরআনে নির্দেশনা:

رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে উপকৃত করুন এবং আমি যেন নেক কাজ করতে পারি যা তুমি সন্তুষ্ট হবে।" (সূরা আন-নমল: ১৯)

সন্তানের জন্য বিশেষ দোয়াসমূহ

সন্তানের জন্য প্রতিদিন বিশেষ দোয়া করা উচিত। বিশেষত রাত্রিকালীন দোয়া অত্যন্ত কার্যকর।

অধ্যায় ৭. কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা

কোরআন-ভিত্তিক নির্দেশনা

কোরআন শরীফে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে অসংখ্য এবং সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا

"যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানান।'" (সূরা আল-ফুরকান: ৭৪)

এই আয়াত শিক্ষা দেয় যে সন্তান শুধু পার্থিব আনন্দের উৎস নয়, বরং পিতামাতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমও হতে পারে।

হাদিস-ভিত্তিক নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন:

সন্তানের অধিকার:

সুনানে আবু দাউদ:হাদিস নম্বর ৪৯৪৮

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ .

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী ইবনু আবূ যাকরিয়া (রহঃ) আবূ দারদার (রাঃ) সাক্ষাৎ পাননি।৪৯৪৬দুর্বল: মিশকাত হা/৪৭৬৮, যঈফাহ হা/৫৪৬০।
৪৯৪৬দারিমী, আহমাদ। এর সানাদে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

নামাজ শিক্ষা দেওয়া

নামাজ ঈমানের স্তম্ভ এবং দীনের মেরুদণ্ড

নামাজ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে নামাজ শেখানো পিতামাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য কর্তব্য।

সুনানে আবু দাউদ:হাদিস নম্বর ৪৯৫

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .
‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।

নামাজ শেখানোর পর্যায়সমূহ

পর্যায় ১ - তিন থেকে সাত বছর:
এই বয়সে খেলার ছলে নামাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করুন। শিশুকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া এবং নামাজ দেখানো। তার খেলার সময় কিছু দোয়া শেখানো যেতে পারে।

পর্যায় ২ - সাত থেকে দশ বছর:
এখন সন্তানকে সঠিক নিয়মে নামাজ শেখানো উচিত। ওযু, তাকবীর, সূরা পড়া, রুকু, সেজদা - সবকিছু বিস্তারিতভাবে শেখানো। ধৈর্যের সাথে তার ভুলগুলো শুধরে দেওয়া এবং সঠিক করা পর্যন্ত চেষ্টা করুন।

পর্যায় ৩ - দশ বছর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত: দশ বছর থেকে নামাজ না পড়লে আহারের কথা বলা আছে।

নামাজ শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং এটি শিশুর চরিত্র গঠনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম।

নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে সময়ানুবর্তী করে তোলে। প্রতিটি নামাজের নির্দিষ্ট ধাপ শৃঙ্খলা শেখায়। নামাজের মাধ্যমে শিশুর সাথে আল্লাহর সংযোগ তৈরি হয়।

অধ্যায় ৮. অভিভাবকদের অজ্ঞতা

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ

অনেক পিতামাতা সন্তান প্রতিপালনের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে শুধু খাবার দেওয়া, পোশাক দেওয়া এবং স্কুলে পাঠানোই যথেষ্ট। তারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন না।

অজ্ঞতার ফলাফল

এই অজ্ঞতার কারণে সন্তানরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মাতা-পিতা সঠিক দিকনির্দেশনা না দিলে সন্তানরা ভ্রান্ত পথে চলে যায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বাতিল চিন্তাধারা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে,
ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, দীন সম্পর্কে কোনো সঠিক জ্ঞান থাকে না,
সমাজের বোঝায় পরিণত হয়, তারা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।
এর ফলে দুনিয়াও নষ্ট হয় এবং আখিরাতও ব্যর্থ হয়

সমাধান

প্রতিটি পিতামাতাকে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে।

ইসলামী বই পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে,
আলেম ও জ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে, তাদের সোহবতে থেকে।
পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে

অধ্যায় ৯. পর্দার বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া

পর্দা শুধু নারীদের জন্য নয়, এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক। তাই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই পর্দা সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

মেয়েদের জন্য পর্দার নির্দেশনা:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ

"হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং বিশ্বাসী নারীদের বলুন তারা তাদের পরিধানের ওপর তাদের চাদর টেনে দেবে।" (সূরা আল-আহজাব: ৫৯)

ছেলেদের জন্য দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ

"মুমিন পুরুষদের বলুন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখুক এবং তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করুক। এটি তাদের জন্য আরও পবিত্র।" (সূরা আন-নূর: ৩০)

পর্দার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি

মেয়েদের জন্য:
- শিশু বয়স থেকেই তাকে বুঝিয়ে দিন যে শরীর একটি পবিত্র জিনিস
- পর্দা তার মর্যাদা রক্ষা করে এবং তাকে অপরাধীদের দৃষ্টি থেকে বাঁচায়
- পর্দা একটি দুর্গ, একটি সুরক্ষা বেষ্টনী

ছেলেদের জন্য:
- দৃষ্টি সংযমের অভ্যাস তৈরি করা
- মেয়েদের সাথে সম্মানজনক এবং শালীন আচরণ করতে শেখা

পর্দার উপকারিতা

- সমাজে নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে
- পরিবারে সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখে
- অপরাধী ও দুষ্ট মনস্ক লোকদের থেকে সুরক্ষা প্রদান করে
- সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে
- আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা হয়

অধ্যায় ১০. নবজাতককে কেন্দ্র করে যে সব ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে

নবজাতককে কেন্দ্র করে যে সব ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া

বিগত দুই সংখ্যায় হজ্ব ও কুরবানীর ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওই দুই বিষয়ে ভ্রান্তির প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল সহীহ ইলম তথা শরয়ী ইলমের অনুপস্থিতিকে। কিন্তু আজকের বিষয়ের ভুল-ভ্রান্তির কারণ হল, এ বিষয়ে যে শরীয়তের কোনো আদেশ-নিষেধ থাকতে পারে এ জ্ঞানেরই অনুপস্থিতি। অর্থাৎ সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময়েও যে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থাকতে পারে এই বিষয়টিই অনেকের জানা নেই। মনে করা হয়, শরীয়ত তো শুধু নামায-রোযা ও এজাতীয় ইবাদতের নাম। সন্তান-সন্ততি ও তাদের লালন-পালনের সাথে শরীয়তের কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট নেই। সুতরাং এগুলো করতে হবে প্রচলিত নিয়মে কিংবা এগুলো যেহেতু মেয়েলি বিষয় তাই তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী অথবা তথাকথিত সভ্যতার অনুকরণে বিজাতীয় তরিকায়।

গোড়ার ভুল এটাই। শরীয়তে নামায, রোযা ও হজ্ব, যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নির্দেশনাই নেই; বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ। ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন ঘর-সংসার ইত্যাদি কোনোটিই ইসলামের আওতার বাইরে নয়। এসব কিছুর মধ্যেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তার রাসূলের তরিকা রয়েছে, যেগুলো মান্য করে চললে এ কাজগুলো নেককাজে পরিণত হয়। এই ইলমকে "ইলমুল হাল" বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্র ও অবস্থা সর্ম্পকে শরীয়তের নির্দেশনার জ্ঞান অর্জন করবে। এটি ফরযে আইন। এটি না-জানা এবং জানার প্রয়োজন বোধ না করা গুনাহ। এর পর না-জানার কারণে যে সব ভুল-ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে হয় বা কুরুসমের শিকার হতে হয় তার গুনাহ তো আছেই। নিুে আজকের বিষয়ের কিছু

প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরা হচ্ছে যেন এ সম্পর্কীয় সহীহ ইলম অর্জিত হয় এবং এক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

প্রসবকালীন ভ্রান্তি

সন্তান প্রসবের সুচনা থেকেই নামায নেই মনে করা হয়; এর কয়েকটি স্তর আছে। যেমন-

(ক) সন্তান প্রসবের পূর্বে যখন সাদা স্রাব বের হয় তখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায পড়তে হবে। স্রাব ধারাবাহিক নির্গত হতে থাকলে মাজুরের হুকুম ধর্তব্য হবে। কিন্তু কোনো কোনো মা-বোন এসময় নামায নেই মনে করেন। এটা ঠিক নয়।

(খ) সন্তান পূর্ণ বের হওয়ার পর কিংবা অধিকাংশ বের হওয়ার পর থেকে নির্গত রক্তই কেবল নেফাস। সুতরাং এর পূর্বে কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলেও নামায বন্ধ হবে না এবং মাজুর হিসাবে নামায আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও অনেকে নামায ছেড়ে দেয়।

(গ) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের রক্তের সাথে যেহেতু নামায বন্ধ হওয়ার সম্পর্ক, তাই কোনো কারণে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও রক্তস্রাব চালু না হয়, তাহলে নামাযের বিরতি হবে না বরং স্রাব বের না হওয়া পর্যন্ত নাামায পড়তে হবে। অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোনো প্রসূতির স্রাব চালু না হলে তখনও তাকে নামায পড়তে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত যে সকল ক্ষেত্রে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, যেভাবে সমর্থ হবে সেভাবেই নামায পড়বে। যেমন, ইশারা করে হলেও নামায পড়বে। অবশ্য অধিক কষ্টের কারণে যদি ইশারাও সম্ভব না হয় এবং তখনও হুশ বাকী থাকে তাহলে পরবর্তিতে ওই নামায কাযা করে নিতে হবে। -তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৬৭; আলবাহরুর রায়েক ১/২১৮; রদ্দুল মুহতার ১/২৯৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭

পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া

কেউ কেউ সন্তান জন্মগ্রহণের সময় কিংবা ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার বা পুরুষ সহযোগী থাকাকে আপত্তিকর মনে করে না। অথচ মহিলা ডাক্তার, মহিলা সহযোগী ও ধাত্রীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এ কাজে পুরুষের সরাসরি সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। হাঁ স্বামী একা সহযোগিতা করতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ নয়। এটি শরীয়তবিরোধী হওয়া ছাড়া ও মানবীয় রুচিরও পরিপন্থী। আজকাল আধুনিক হাসপাতালগুলোতে সিজারের জন্য মহিলা ডাক্তারের পাশাপাশি পুরুষ ডাক্তারও থাকে। কখনো বা ডাক্তার মহিলা থাকলে সহযোগী থাকে পুরুষ। তাই ভর্তি করার পূর্বেই পূর্ণ মহিলা সার্ভিস আছে কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। -আলবাহরুর রায়েক ৮/১৯২; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৭

বাচ্চার নাভি, সংযুক্ত নাড়ি ও অন্যান্য কর্তিত অংশ নিয়ে বিভ্রান্তি

এসব কর্তিত অংশের এলাকাভেদে একেক ধরনের প্রচলন রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় এমনও প্রচলন রয়েছে যে, ওই সব কর্তিত অংশ একটা নির্ধারিত সময় উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর তা পুকুর বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলো সবই ভুল। মানুষের শরীরের কর্তিত সবকিছুই মাটির নিচে পুঁতে দেওয়াই নিয়ম।
উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এতে সন্তানের নাভি শুকায় বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতার সাথে এর কোনোই মিল নেই। -আল মুহীতুল বুরহানী ৩/১০৬; শরহুল মুহাযযাব ৫/২১৩; ফাতহুল কাদীর ২/৭৬

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান ৪০ দিন নাপাক থাকে?

অনেকের ধারণা, যে ঘর বা স্থানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সেটা ৪০ দিন পর্যন্ত নাপাক থাকে। এসময় সেখানে নামায, কুরআন তিলাওয়াত কিছুই জায়েয নয়। এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঘরের কোনো স্থানে নাপাকি লাগলে পূর্ণ ঘরই নাপাক হয়ে যায় না। এমনিভাবে যেখানে নাপাকি লেগেছে নিয়ম অনুযায়ী ধুয়ে মুছে নিলে ওই স্থানও পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র করার পর সেখানে নামায আদায় করা, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা সবই জায়েয।

৪০ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মা অস্পৃশ্য থাকে?

কোথাও কোথাও এ প্রচলন রয়েছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মাকে রান্না-বান্না বা অন্য কোনো কাজেরই যোগ্য মনে করা হয় না। তার স্পর্শ লাগলেই সবকিছু নাপাক হয়ে যাবে ধারণা করা হয়; এটিও ভুল। জাহেলী যুগের ধারণা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মার স্রাব চালু থাকলেও তার ব্যবহৃত থালাবাসন, পেয়ালা কিংবা তার হাতের স্পর্শ লাগা কোনো কিছুই নাপাক হয় না। স্বাভাবিক অবস্থার মতোই তার হাতের রান্না-বান্না খাওয়া বৈধ। তার ব্যবহৃত বাসনকোসন অন্যরাও ব্যবহার করতে পারবে। -আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৯

সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায রোযা না করা

নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। সবচেয়ে কম সময়ের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। এমনকি দু-চার ঘণ্টা বা এক দুই দিনও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মহিলা মনে করে যে, স্রাব চালু না থাকলেও সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায রোযা করা যায় না। এটি ভুল ধারণা। এ সময় স্রাবে অনিয়ম দেখা দিলে বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। মাসআলা না জেনে নিজ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া জায়েয হবে না। -আলবাহরুর রায়েক ১/২১৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৩১

ধাত্রীকে মায়ের মতো মাহরাম মনে করা

ধাত্রীকে মায়ের মতো মনে করার বহুল প্রচলন রয়েছে। ভূমিষ্ঠ সন্তানটি কন্যা হলে পরবর্তীতে এ মেয়ের স্বামী স্ত্রীর ধাত্রীর সাথে পর্দা করে না। আবার কোনো কোনো মেয়ে বড় হয়ে তার ধাত্রীর স্বামীর সাথে পর্দা করে না। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে ধাত্রী পূর্বের

মতোই গায়রে মাহরাম। শিশুটি ছেলে হলে যেমন বড় হওয়ার পর ধাত্রীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাত সম্পূর্ণ নাজায়েয, তেমনি শিশুটি মেয়ে হলে বড় হওয়ার পর ধাত্রীর স্বামীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাত এবং বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে ধাত্রীর সাক্ষাতও হারাম।
শরীয়তে কেবল নিজের জননী, দুধমা, শাশুড়ি ও পিতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত জায়েয। এছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে মা ডাকলেও তার সাথে দেখা-সাক্ষাত বৈধ নয়। -সূরা নিসা ৩০

নবজাতক সম্পর্কীয় ভ্রান্তিসমূহ

আযান-ইকামতে ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা

ছেলের বেলায় আযান-ইকামত দেওয়া, মেয়ে হলে না দেওয়া বা ছেলের ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত, আর কন্যা সন্তানের বেলায় এর উল্টো করা অথবা ছেলে হলে বাড়ির বাইরে গিয়ে উচ্চ স্বরে আযান দেওয়া আর মেয়ে হলে আযান-ইকামত কিছুই না দেওয়া। এসব কিছুই ভুল। নবজাতক ছেলে হোক বা মেয়ে, কানে আযান-ইকামত দেওয়ার বিধানে কোনো ভিন্নতা নেই। কিবলামুখী হয়ে উভয়েরই ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নত। মেয়ের ক্ষেত্রে না দেওয়া কিংবা ছেলের বেলায় বাড়ির বাইরে উচ্চ স্বরে দেওয়া শরয়ী নিয়ম নয়; বরং উভয়ের বেলায় আযান-ইকামত হালকা আওয়াজে দিবে। -ইলাউস সুনান ১৭/১২৩; আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইল ৫১৮; আউনুল মাবুদ ১৪/৭; মারাকিল ফালাহ ১০৭

আযান দেওয়ার জন্য পুরুষ কিংবা হুজুর জরুরি মনে করা

নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয়। যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিই আযান জানা থাকলে আযান দিতে পারে। এমনকি মহিলারাও এ আযান দিতে পারে। তবে অন্য পুরুষের শ্রুতিগোচর না হয় এমন আওয়াজে দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুরুষ উপস্থিত থাকলে পুরুষেরই আযান দেওয়া উত্তম। -হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ ২/৮১

কানে আযান দেওয়া নিয়ে অবহেলা

আজকাল শহুরে পরিবেশে অধিকাংশ বাচ্চার জন্ম ক্লিনিক ও হাসপাতালে হয়ে থাকে। কিন্তু খুব কম সন্তানের কানেই আযান দিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষ করা যায়। অথচ এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা তাবেয়ীনদের মধ্যেও এ স্নুতের উপর আমল হত। মুহাদ্দিসগণ এর বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যেমন ভেজালের দুনিয়াতে পদার্পণ করার পরই সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ধ্বনি বাচ্চার মন-মস্তিস্কে গ্রথিত

করা, শয়তানকে আযানের ধ্বনি দিয়ে নবজাতক থেকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি। এ ছাড়া এর আরও উপকারিতা রয়েছে। তাই সুন্নতের উপর আমলের নিয়তে করলে এর সকল কল্যাণ হাসিল হবে ইনশাল্লাহ।

কন্যা সন্তানের জননীকে অপয়া মনে করা

যে মহিলার প্রথম কন্যা সন্তান হয় কিংবা একাধিক কন্যা সন্তান হয়, তাকে হতভাগা মনে করা হয়। এটা জাহেলী যুগের ধারণা। ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌۚ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের এই অবস্থা নিতান্তই মন্দ। -সূরা নাহল ৫৮-৫৯

এ ছাড়া হাদীস শরীফে একাধিক কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। -সহীহ বুখারী হাদীস ১৪১৮; সহীহ মুসলিম হাদীস ২৬৩১, ২৬২৯; তুহফা ৩৩-৩৫

বাচ্চার কপালে টিপ দেওয়া

অনেকে বদনযর থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দিয়ে থাকে। এটি বদনযরকে রোধ করে না শিশুকে নানাবিধ অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য হাদীসে শেখানো যিকির ও দুআগুলোই কার্যকরী ও যথেষ্ট।

ছেলে শিশুর কান ফোঁড়ানো

যে মহিলার একাধিক সন্তান মারা যায় তার পরবর্তী সন্তানকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষার জন্য কান ফোঁড়ানো হয় এবং তাতে স্বর্ণের ছোট অলঙ্কারও পরিধান করানো হয়। তাদের ধারণা, কান ফুঁড়িয়ে সন্তানকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলে আল্লাহ একে আর নিবেন না। ফলে তার মৃত্যুও হবে না। এ ক্ষেত্রে আরও কিছু রেওয়াজ রয়েছে। যেমন বিভিন্ন মন্দ শব্দে এদের নাম রাখা, যথা বন্যা, পঁচা, আগুন, ধ্বসা, মরা ইত্যাদি। ধারণা করা হয়, এতে নাকি তারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

এই বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী কুসংস্কার। প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষণ নির্ধারিত। এসব পদ্ধতি অবলম্বন কারও মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না। এছাড়া উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো এমনিতেই নাজায়েয ও হারাম। ছেলেদের কান ফোঁড়ানো এবং তাতে অলঙ্কার পরানো নাজায়েয। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। আজকাল এটি বিজাতীয় রীতিরও অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস শরীফে এধরনের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীর প্রতি অভিশম্পাত করা হয়েছে। তাছাড়া ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। শিশু বাচ্চাদেরকে কান ফোঁড়ালে এবং স্বর্ণ পরিধান করালে এর গুনাহ মা-বাবার হবে। সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা হচ্ছে, অন্তত ভাল অর্থবোধক নাম রাখা। খারাপ নাম রাখলে শরীয়তের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয়। তদুপরি এর ভিত্তি হল কুসংস্কার। সুতরাং এ প্রচলনটি অবশ্যই বর্জনীয়। -সহীহ বুখারী ২/৮৭৪; সুনানে আবুদাউদ ২/২৫৫৯, ২/৬৭৬; তুহফা ৯৯

জন্ম দিবস পালন করা

যে তারিখে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে প্রতি বছর ওই দিনটিতে জন্মদিবস পালন করা বিজাতীয় সংস্কৃতি। শরীয়তে এ ধরনের অনর্থক কাজের কোনো বৈধতা নেই। এতে শরীয়ত বিরোধী অন্য কোনো কিছু না থাকলেও শুধু অনর্থক কাজ হওয়ার কারণে কিংবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হওয়ার কারণেই তা নাজায়েয। -আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৫৪

নব জাতকের নাম রাখা নিয়ে ভ্রান্তি

আকিকা ছাড়া নাম রাখা

সন্তানের নাম রাখার জন্য আকিকা করাকে পূর্বশর্ত মনে করা হয় এবং ভাবা হয় আকিকা না করলে সন্তানের নাম স্থিতিশীল হয় না। এজন্য কেউ কেউ আকিকার পূর্বে বাচ্চাকে "বাবু" বা এরকম অন্য কোনো শব্দ বলে ডাকে। আকিকার পর থেকে আসল নামে ডাকে। অথচ নাম রাখা আকিকার সাথে শর্তযুক্ত নয়। আকিকা না করলেও সন্ত-ানের নাম রাখা জায়েয। সাত দিনের পূর্বেও নাম রাখা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। -সহীহ বুখারী ২/৮২৯; তুহফা ৯৩-৯৪; ইলাউস সুনান ১৭/১২২

নাম পরিবর্তন করলে আবার আকিকা করা

কোনো কারণে পূর্বের নাম পরিবর্তন করতে হলে আবার আকিকা করাকে জরুরি মনে করা হয়। এটি ভুল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন কিন্তু এ জন্য পুনরায় আকিকা করতে বলেননি। তারাও কেউ করেননি। -সহীহ বুখারী ৬১৯২; সহীহ মুসলীম হাদীস ২১৪৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস ৫৯৫০; তুহফা হাদীস ১১১-১১২

সন্তানের নাম নির্বাচনে ভ্রান্তি

সন্তানের নাম নির্বাচনে শরীয়তের নিদের্শনা কী তা যেন অধিকাংশ মা-বাবাই জানেন না। আজকাল ছেলে-মেয়েদের নাম শুনে তাই মনে হয়। কেউ তো বিধর্মীদের অনুকরণে নাম

রাখে এবং এটাকে স্টাইল মনে করে। আবার কেউ কেউ সন্তানের নাম পটল, লেবু, ঝন্টু, লাল মিঞা, কালু মিঞা ইত্যাদি রাখে।

কেউ প্রিয় সন্তানের নাম বিশ্বের সেরাগায়ক ও মডেলদের সাথে মিল করে রাখে। যেখানে ইহুদি, খৃস্টান, এমনকি হিন্দুদেরকেও নামের বাঁধাধরা নিয়ম নীতি মেনে চলতে দেখা যায়, সেখানে মুসলমানদের এই অবনতি। এগুলো দেখলে যে কেউ মনে করে মুসলমানদের কাছে সন্তানের নামকরণের কোনো নীতি নেই। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো। একমাত্র ইসলামই সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে উত্তম ও চমৎকার নীতিমালা দিয়েছে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুন্নত ছিল খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা। এজন্য হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবেও বিন্যস্ত করতে দেখা যায়। নিুে হাদীস ও সুন্নতের আলোকে নির্ণিত কিছু নীতি পেশ করা হল।

১. 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুর রহমান' নাম রাখা। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে,

'' إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ''

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান'। -সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস ২১৩২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৪১৭; তুহফা ৯৯

২. নবী, সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং পূর্ববর্তী অলি-বুজর্গদের নামে নাম রাখা। সহীহ মুসলিমে এ মর্মে একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে, যার শিরোনাম হচ্ছে, ''باب التسمى بأسماء الأنبياء والصالحين'' 'নবী এবং সালেহীনের নামে নাম রাখা প্রসঙ্গ' -সহীহ মুসলিম হাদিস ২১৩৫; তুহফা ১১০; রদ্দুল মুখতার ৬/৪১৭

৩. ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। হাদীস শরীফে এসেছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের নাম সুন্দর কর।' -সুনানে আবুদাউদ হাদীস ৪৯৪৮

এছাড়া ভালো অর্থবোধক নাম রাখা এ কারণেও অত্যাবশ্যকীয় যে, নামের প্রভাব ব্যক্তির মাঝে পড়ে থাকে। এটি হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। -তুহফা ১২২-১২৩; রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৮

৪. আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে কোনোটি না রাখা। যেমন- রব, খালেক, সামাদ, জাব্বার, মুতাকাব্বির ইত্যাদি। তবে এগুলোর পূর্বে 'আব্দ' সংযোজন করে আব্দুর রব, আব্দুল খালেক, আব্দুস সামাদ ইত্যাদি নাম রাখা যাবে; বরং

হাদীস শরীফে এরূপ 'আব্দ' যোগে নাম রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আজকাল আব্দ ছাড়া শুধু খালেক, মালেক, রহমান, সামাদ-এভাবে ডাকার প্রচলন রয়েছে। এটি একটি নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; তুহফা ১০৮

৫. আব্দে আলী, আব্দুল কাবা, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম না রাখা। শুধু আল্লাহ তাআলার নামের শুরুতেই 'আব্দ' শব্দ সংযোজন করে নাম রাখা যায়। অন্য কোনো শব্দের শুরুতে 'আব্দ' যোগ করে কারও নাম রাখা যায় না। -তুহফা ১০০-১০৩

৬. যে সব নাম শুনলে অমুসলিমদের নাম মনে হয় এ ধরনের নাম না রাখা। শাহান শাহ, সায়্যিদুল বাসার বা এজাতীয় অর্থবোধক নাম না রাখা। -তুহফা ১০১

৭. ফেরআউন, কারূন, হামান এবং অভিশপ্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নাম না রাখা। -তুহফা ১০৪

৮. খারাপ অর্থবোধক নাম না রাখা। -তুহফা ১০৫

৯. নবী, রাসূল, ফেরেশতা-এ ধরনের বিশেষ পারিভাষিক শব্দ দ্বারা নাম না রাখা।

মেয়ের নাম বাবার সাথে এবং ছেলের নাম মায়ের সাথে মিলিয়ে রাখা

অনেকের নাম নির্বাচনের সময় প্রধান শর্ত থাকে মেয়ের নাম বাবার নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা। আর ছেলের নাম মায়ের নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা, অথচ এটি নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নূন্যতম ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়। নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই সব বিষয়ই লক্ষণীয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবী শব্দে বা কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত শব্দে নাম রাখা

অনেকে মনে করে নামটি আরবী হলেই চলে। অর্থ যাই হোক না কেন। আর ওই শব্দ যদি কুরআন-হাদীসের হয়ে থাকে তবে তো আর প্রশ্নই নেই। নাম রাখার জন্য বড় দলিল হয়ে যায়। অথচ শরীয়তে নাম রাখার জন্য যে সকল নীতি দিয়েছে সেখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, নামটি ভালো অর্থের হতে হবে। শুধু আরবী বা শুধু কুরআনের শব্দ বলেই তা নাম হিসাবে চয়ন করা যাবে না। অর্থের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কুরআন মজীদে জাহান্নাম, শয়তান, ফেরআউন ইত্যাদি শব্দও রয়েছে। তাই বলে কি এ সকল শব্দ দ্বারা নাম রাখা যাবে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো মুসলমান সন্তানের নাম শুধু শব্দটি কুরআনে আছে বলেই রেখে দেওয়া হয়। যেমন 'কাফিরুন' (কাফের এর বহু বচন) 'ঝাফীর' (জাহান্নামীদের আর্ত চিৎকার) 'রিবা' (সুদ) 'নবীউল্লাহ' (আল্লাহর নবী) 'মুরসালীন' (রসূলগণ) 'আম্বিয়া' (নবীগণ) 'মাহীন' (তুচ্ছ) ইত্যাদি নাম রাখতে দেখা যায়। আম্বিয়া সাধারণত মহিলাদের নাম রাখা হয়। এর অর্থ নবীগণ। কী আশ্চর্য? কোনো নবী নারী ছিলেন না। অথচ একজন মহিলার নাম রাখা হচ্ছে নবীগণ! পুরুষ হলেও নবী নয় এমন ব্যক্তির নাম কীভাবে নবী রাখা হয়? আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

পরে তো কোন নবী হওয়ার অবকাশই নেই। এ ভুলের মূল কারণ শরীয়ত ও আরবীর নূন্যতম জ্ঞান না থাকা।

আনকমন নাম রাখা

আজকাল কেউ নাম চাইলেই বলে, হুজুর নামটা আনকমন হতে হবে। বলার ভঙ্গিতে মনে হয় ৪০-৫০ বছরে কারও নাম হিসাবে শোনেনি এমন নাম চাচ্ছেন। কিন্তু শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণে এত বিরল নাম পাওয়া যাবে কীভাবে? শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম নাম রাখলে তো নবী-রাসূল ও পুণ্যবান লোকদের নামই রাখতে হয়। কিন্তু এগুলো তো আনকমন নয়। বাধ্য হয়ে তখন খারাপ অর্থের আরবী শব্দ কিংবা পটল, ডিজেল ইত্যাদি নাম রাখে, যা আদৌ ঠিক নয়।

মুহাম্মাদ ও মুসাম্মাৎ সংযোজন

ছেলেদের নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযোজনকে জরুরি মনে করা হয়। এটি জরুরি নয়। আর মেয়েদের নামের শুরুতে মুসাম্মাৎ সংযোজন করা হয়। এর অর্থ নাম্মী। তাহলে মুসাম্মাৎ শরীফা অর্থ দাড়াবে শরীফা নাম্মী। আচ্ছা বলুনতো নাম্মী শব্দটি কি নামের অংশ হতে পারে?

নবজাতকের চুল কাটা নিয়ে ভ্রান্তি

মনে করা হয় জন্ম দিনে আকিকা না করলে চুলও কাটা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল আকিকার সাথে চুল কাটার কোনোই সম্পর্ক নেই। দুটি ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। সুতরাং কারও আকিকা করার সামর্থ্য না হলে ৭ম দিনে চুল কাটতে বিলম্ব করবে না। লক্ষণীয় যে, হাদীসে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে এ হুকুমটি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে না। পক্ষান্তরে শরীয়ত যে ক্ষেত্রে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করেনি সেখানে আমরা নিজ থেকে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে থাকি খুব কঠোরভাবে। যেমন ঈসালে সওয়াবের কোনো দিন তারিখ শরীয়তে নির্দিষ্ট নেই। অথচ সমাজের অনেকেই মৃত্যুর ৩য় দিন, ৭ম দিন ও ৪০তম দিনে তা করাকে জরুরি মনে করে। তদ্রূপ যিয়ারতের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু অনেকে ঈদের দিন, শবে-বরাতে কবর যিয়ারত জরুরি মনে করে। এসব কিছুই বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন।

অনেকে ৭ম দিনের আগে আকিকা করবে না আগে মাথা কামাবে এ নিয়ে দ্বিধায় ভুগেন। অনেককে বলতে শুনি, আকিকার আগে মাথা কামানো যাবেই না। এটি ঠিক নয়। যে কোনোটি আগে বা পরে করা যেতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি নয়। অবশ্য কোনটি আগে করা উত্তম এনিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশের মত হল আগে আকিকা করা পরে চুল কাটা উত্তম। -ইলাউস সুনান ১৭/১২৬

চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা না করা

চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা করা সুন্নত। অনেকে এই সুন্নতটির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবা তাবেয়ীনের যুগেও এর উপর আমল ছিল। এটি ভিন্ন একটি সুন্নত। -মুআত্তা মালেক ২/৫০১; তুহফা ৮৯-৯০; আততালখীসুল হাবীর ৪/১৪৮

মাথার কিছু অংশে অল্প চুল রেখে দেওয়া

কোথাও কোথাও এমন প্রচলন দেখা যায় যে, মাথা কামানোর সময় মধ্যখানে কিছু চুল রেখে দেয়। এভাবে কিছু চুল কেটে কিছু রেখে দিতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২; তুহফা ৯১

(আল-কাউসার, বর্ষ: ০২, সংখ্যা: ০৩
মুহাররম ১৪২৮ || ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

অধ্যায় ১১. সন্তান পালনে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ

প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট:

আজকের যুগে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এর মাধ্যমে তারা:

- অশ্লীল এবং নৈতিকতাবিরোধী বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করে
- সামাজিক মাধ্যমে সময় নষ্ট করে
- বাস্তব জীবনের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে
- ভার্চুয়াল জগতে আসক্ত হয়ে পড়ে

সমাধান: স্মার্টফোন ব্যবহারে কঠোর নিয়ম তৈরি করতে হবে এবং সন্তানের অনলাইন কার্যকলাপ নজরে রাখতে হবে এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির আক্রমণ

অপসংস্কৃতি:

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সন্তানদের গ্রাস করছে। তারা:

- পর্দা-হিজাব ছেড়ে দেয়

- অমুসলিম জীবনযাত্রা অনুসরণ করে
- ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলে যায়
- ইসলামী মূল্যবোধ বিসর্জন করে

সমাধান: ঘরে একটি শক্তিশালী ইসলামী পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সন্তানকে সঠিক মূল্যবোধ শেখাতে হবে।

মিডিয়া ও বিনোদনের প্রভাব

টিভি ও গান:
অনৈতিক টিভি অনুষ্ঠান এবং অশ্লীল গান সন্তানদের চরিত্র বিনষ্ট করছে।

সমাধান: পরিবারে স্বাস্থ্যকর বিনোদন পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং ইসলামী প্রোগ্রাম দেখানো যেতে পারে।

বর্তমানে পিতামাতার ব্যস্ততার কারণে
তারা সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারেন না। যার জন্য সন্তানরা সহজেই এসবে জড়িয়ে পড়ে।

সমাধান: সন্তানের জন্য প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় বের করা উচিত এবল তাদের সাথে মন খুলে কথা বলা এবং এর মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলো দেখা।

অধ্যায় ১২. ঈমান ও আকীদা শিক্ষা

তাওহীদ - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَّمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"

অর্থ: "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ সর্বাধার এবং সর্বভরসার যোগ্য। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৪)

"وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ"

অর্থ: "এবং যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল: 'বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। নিশ্চয় শিরক একটি মহা অন্যায়।'" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

প্রত্যেক সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে ঈমান ও আকীদার শিক্ষা দিতে হবে।

নামাজ - আত্মার খাদ্য

"أَمُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"

অর্থ: "সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দাও, এবং দশ বছর বয়সে এর জন্য তাদের শৃঙ্খলা প্রয়োগ করো, এবং তাদের (শয়নকক্ষে) আলাদা করে দাও।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৫)

ছোট থেকেই বাচ্চাদের কে নামাজের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে হবে। ৭ বছর থেকে নামাজের নির্দেশ দিতে হবে আর ১০ বছর থেকে নামাজের জন্য প্রহার করতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ১০ বছরে বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

কোরআন শিক্ষা

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে সেরা হলো যারা কোরআন শিখে এবং শেখায়।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০২৭)

বাচ্চাদের ছোট থেকেই কোরআনের শিক্ষা দিতে হবে।

হালাল-হারামের জ্ঞান

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا"

অর্থ: "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন: উভয়েই বড় গুনাহ এবং মানুষের জন্য কতিপয় উপকার আছে; কিন্তু এদের গুনাহ উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২১৯)

অধ্যায় ১৩. নৈতিক চরিত্র গঠন

সততা এবং সত্যবাদিতা

"إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقًا"

অর্থ: "সততা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ সততার সাথে থাকে এবং সততার জন্য প্রচেষ্টা করে যতক্ষণ না সে সিদ্দীক (অত্যন্ত সত্যবাদী) হয়ে ওঠে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০৭৮)

বাচ্চাদেরকে সততা ও সত্যবাদিতার শিক্ষা দিতে হবে।

আদব-কায়দা এবং শিষ্টাচার

"بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"

অর্থ: "আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে নৈতিক চরিত্র পূর্ণ করার জন্য।" (সুনানে মালেক, হাদিস নং ১৬১৫)

আদব- কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে।

বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ

"مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا"

অর্থ: "যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার জানে না, সে আমাদের দলে নেই।" (সুনানে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯১৯)

রাসূল (সা:)-এর আদর্শ অনুসরণ

"وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"

অর্থ: "এবং নিশ্চিতভাবে তুমি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কলম, আয়াত ৪)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে মানুষ করতে হবে।

অধ্যায় ১৪. শারীরিক যত্ন ও পুষ্টি

হালাল রিজিক নিশ্চিত করা

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ"

অর্থ: "হে মানুষ! যা পৃথিবীতে হালাল এবং পবিত্র, তা খাও এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮)

স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা

"لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برئ بإذن الله"

অর্থ: "প্রতিটি রোগের জন্য একটি নিরাময় আছে। অতএব চিকিৎসা গ্রহণ করো, কিন্তু কোনো হারাম নিরাময় ব্যবহার করো না।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮৭৫)

"إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء"

অর্থ: "আল্লাহ যখন একটি রোগ সৃষ্টি করেন, তখন তার নিরাময়ও সৃষ্টি করেন।" (সুনানে ইবন মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৩৬)

পরিচ্ছন্নতা শেখানো

"الطهور شطر الإيمان"

অর্থ: "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৩)

ব্যায়াম এবং শারীরিক সক্ষমতা

"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير"

অর্থ: "একজন শক্তিশালী মোমিন দুর্বল মোমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যদিও উভয়ই কল্যাণের মধ্যে আছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৬৪)

অধ্যায় ১৫. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

ইলম (জ্ঞান) অর্জনের গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞান অর্জন একটি ফরজ (অপরিহার্য) কর্তব্য।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى "كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: "রাসূল (সা.) বলেছেন: 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা ফরজ।'" (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪)

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) ছিলেন একজন মহান জ্ঞানী। তার পিতা আব্বাস (রা:) তাকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছিলেন। এমনকি যখন সে তরুণ ছিল, তখনও তার পিতা তাকে রাসূল (সা:)-এর সাথে উপস্থিত হতে বলতেন। এই কারণেই ইবন আব্বাস পরবর্তীকালে "তাফসীরের সমুদ্র" বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

পিতামাতা যখন তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তখন তারা আসলে একটি ফরজ দায়িত্ব পালন করছেন।

"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

অর্থ: "প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মায়। তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।" (বুখারী, হাদিস নং ১২৯৫)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে পরিবেশের প্রভাব কত বেশি। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পিতামাতাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

জ্ঞান হল সন্তানের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। একজন শিক্ষিত মানুষ নিজের সঠিক পথ খুঁজে পেতে পারে, সমাজে অবদান রাখতে পারে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে পারে। তাই পিতামাতাকে সন্তানের শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে যেন সে জীবনে সফল হতে পারে।

দ্বীনী এবং দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয়

একটি সাধারণ ভুল যা অনেক মুসলিম পিতামাতা করেন, তা হলো দ্বীনী এবং দুনিয়াবি শিক্ষাকে পৃথক মনে করা। ইসলাম বলে যে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

"وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

অর্থ: "এবং আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মধ্যে পরকালের সন্ধান করো, আর দুনিয়ার তোমার অংশ ভুলো না।" (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ"

নিজের হাতের পরিশ্রমের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনও খায়নি।

বুখারি ২০৭২

দ্বীনী শিক্ষা

"وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ"

অর্থ: "এবং স্মরণ করুন, লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল: 'বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। নিশ্চিতভাবে শিরক হল সবচেয়ে বড় অপরাধ।'" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

আল্লাহর বাণী (কুরআন), রাসূলের সুন্নাহ এবং ইসলামী আদব-কানুন শেখানো অত্যন্ত জরুরি। একজন সন্তান যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না পায়, তাহলে সে জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

দুনিয়াবি শিক্ষা

"خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْيَدِ"

অর্থ: "সর্বোত্তম উপার্জন নিজের হাতের কাজ।" (মুসনাদে আহমাদ)

একই সাথে সন্তানকে দক্ষতা এবং পেশাদার জ্ঞানও দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং পরিবার ও সমাজের সেবা করতে পারে। উভয় শিক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করা পিতামাতার দায়িত্ব।

উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

অর্থ: "প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মায়। তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১২৯৫)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সন্তানের চিন্তাধারা এবং মনোভাবের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই পিতামাতাকে সতর্কতার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে।

একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য:

- শিক্ষকরা যোগ্য এবং অভিজ্ঞ হবেন
- ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হবে
- শেখার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ এবং অনুকূল থাকবে
- সন্তানের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকবে

মেধা ও যোগ্যতা বিকাশে সহায়তা

প্রতিটি সন্তানের নিজস্ব মেধা এবং যোগ্যতা রয়েছে। কোনো সন্তান গণিতে ভালো, কেউ ভাষায় পারদর্শী, আবার কেউ শিল্পকলায় মেধাবী। পিতামাতার কর্তব্য হল সন্তানের স্বাভাবিক প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং তা বিকাশে সাহায্য করা।

রাসূল (সা:) এর যুগে সাহাবীরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ যোদ্ধা, কেউ আলেম। প্রত্যেকে তার নিজের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন।

পিতামাতার উচিত:

- সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার আগ্রহ জানতে হবে
- বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে
- সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই তাকে সমর্থন করতে হবে
- তার প্রতিভা বিকাশে প্রয়োজনীয় সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে

অধ্যায় ১৬. সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য ও আবেগ

ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন

একটি সুখী পরিবারের ভিত্তি হল ভালোবাসা। সন্তান যখন বোঝে যে তার পিতামাতা তাকে ভালোবাসেন, তখন তার মনে নিরাপত্তার অনুভূতি জাগে এবং সে সুস্থ মনে বেড়ে ওঠে।

"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

অর্থ: "এবং আপনার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহের ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

রাসূল (সা:) তার সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। বর্তমান সময়ে অনেক পিতামাতা ব্যস্ত জীবনযাপনে সন্তানদের প্রতি আবেগ প্রকাশে সংকোচ করেন। কিন্তু এটি ঠিক না।

সন্তানের কথা শোনা এবং তার মতামত সম্মান করা

অনেক পিতামাতা মনে করেন যে শুধুমাত্র আদেশ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করাই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু সন্তানের কথা শোনা এবং তার অনুভূতি বোঝাও সমান জরুরি।

"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"

অর্থ: "এবং তাদের সাথে পরামর্শ কর বিষয়ে।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৫৯)

রাসূল (সা:) নিজেই সাহাবীদের মতামত শুনতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যখন সন্তান আপনার সাথে তার সমস্যা বা স্বপ্ন শেয়ার করে, তখন:

- তাকে বাধা দেওয়া যাবে না
- তাৎক্ষণিক সমালোচনা করা যাবে না
- তার অনুভূতি বৈধ করতে হবে এবং তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন কিছু কাজ করা যায় না
- যদি তার কোনো সিদ্ধান্ত ভুল হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে এবং শিখাতে হবে

সময় দেওয়ার গুরুত্ব

আধুনিক যুগে সময় সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। পিতামাতারা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন এবং সন্তানদের জন্য সময় বের করতে পারেন না। কিন্তু সন্তানকে দেওয়া সময় তার ভবিষ্যত সমৃদ্ধির চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রতিদিন কমপক্ষে কিছু সময় সন্তানের সাথে কাটান। এটি হতে পারে:

একসাথে খাবার খাওয়া

হাঁটার সময় কথা বলা

খেলাধুলা করা

পড়াশোনায় সহায়তা করা

তাদের স্কুলের দিন সম্পর্কে জানা

অধ্যায় ১৭: ন্যায়বিচার ও সমতা

সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণের গুরুত্ব

ন্যায়বিচার ইসলামের একটি মূল নীতি এবং এটি সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পিতামাতার সবচেয়ে বড় অন্যায়গুলোর মধ্যে একটি হলো সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাত করা। এটি শিশুদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে এবং ভাই-বোনদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

হাদিসে এসেছে

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا» ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَارْجِعْهُ وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ» ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً» ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি । তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না; তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও । [৯৯৭]অন্যশব্দে এরূপ আছে – আমার পিতা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হাজির হলেন যাতে করে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী করে নিতে পারেন । নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার প্রত্যেক ছেলের জন্য কি এরূপ দান করেছ? সাহাবী বললেন, না, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তোমার সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন কর । ফলে আমার পিতা [বাশীর (রাঃ)] বাড়ি ফিরে এলেন ও ঐ দান ফেরত নিলেন ।[৯৯৮]মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে – নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তবে তুমি এর জন্য আমাকে ব্যতীত অন্যকে সাক্ষী করে রাখ । তারপর বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, তোমার প্রতি তার (পুত্রগণ) সমভাবে সদ্ব্যবহার করুক । সাহাবী বললেন, হাঁ, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি এরূপ করো না । [৯৯৯]
[৯৯৭] বুখারী ২৫৮৬, মুসলিম ২৫০০ ।[৯৯৮] বুখারী ২৫৮৭, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবু দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, মালিক ১৪৭৩ ।[৯৯৯] মুসলিম ১৬২৩ ।

এই হাদিস একটি সতর্কবাণী এবং একটি নীতি উভয়ই। পিতামাতা যেভাবে সন্তানদের সাথে ন্যায়বিচার করেন না, সেভাবেই আল্লাহ কিয়ামতে তাদের সাথে আচরণ করবেন।

পক্ষপাক করার কারণ :
প্রতিভা বা শিক্ষায় এগিয়ে থাকা, একটি সন্তান পড়াশোনায় ভালো বা বেশি প্রতিভাবান শারীরিক সৌন্দর্য, একটি সন্তান বেশি সুন্দর বা আকর্ষণীয়, একটি সন্তান কাজ করছে এবং অর্থ উপার্জন করছে, ছেলেকে মেয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, বড়কে ছোটের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া

এগুলা ইসলামে নিষেধ আছে।

পক্ষপাতের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব

উপেক্ষিত সন্তানের উপর প্রভাব:

- আত্ম-সম্মান হ্রাস পায়
- হীনমন্যতা বোধ জন্মে
- পিতামাতার প্রতি বিরক্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়
- ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়
- মানসিক সমস্যা দেখা দেয়
- বড় হয়ে অন্যদের প্রতিও পক্ষপাত করতে পারে

ছেলে-মেয়েদের সমান অধিকার

ইসলামে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। জাহেলিয়া যুগে মেয়েদের কোনো মূল্য ছিল না এবং তাদের জন্মকে অপমান মনে করা হতো। কিন্তু ইসলাম এসে মেয়েদের সর্বোচ্চ সম্মান ও অধিকার দিয়েছে।

কোরআনে বলা হয়েছে:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
— সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮

অর্থ:
"আর নারীদের জন্য রয়েছে উত্তম উপায়ে তাদের ওপর যে অধিকার রয়েছে তার অনুরূপ অধিকার; আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর এক ধাপ মর্যাদা। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার

১. শিক্ষার অধিকার:
মেয়েদেরও ছেলেদের মতো শিক্ষা পাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ - ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য। কোনো পার্থক্য নেই।

২.সম্পত্তির অধিকার:
মেয়েদের বিবাহে যৌতুক, পিতার উত্তরাধিকার এবং নিজস্ব সম্পত্তি রাখার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তার উপার্জন তার নিজস্ব এবং পরিবার তা ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

৩.. মতামত প্রকাশের অধিকার:
পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মেয়েদেরও মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। তার পরামর্শ শোনা উচিত এবং সম্মান করা উচিত।

৪. বিবাহে সম্মতির অধিকার:
কোনো মেয়েকে জোর করে বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

হাদিসে এসেছে

জামে' আত-তিরমিজি:হাদিস নম্বর ৩৮৯৫
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ .
আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের নিকট ভাল। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম। আর তোমাদের কোন সঙ্গী মৃত্যুবরণ করলে তার সমালোচনা পরিত্যাগ করো।সহীহঃ সহীহাহ্ (২৮৫)।
আবু 'ঈসা বলেন, সাওরীর হাদীস হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। খুব কম সংখ্যক লোকই এটি সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্-তার পিতা হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সনদে মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে পরিবারের সকল সদস্য - ছেলে, মেয়ে, মা, বাবা - সবার সাথে ভালো আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

উপহার ও ভালোবাসায় সাম্য

উপহার দেওয়ার নিয়ম

যখন পিতামাতা সন্তানদের উপহার দেন, তখন সবাইকে সমান মূল্যের উপহার দিতে হবে। এটি শুধু অর্থের কথা নয়, বরং ভালোবাসা ও সম্মানের প্রকাশ।

যদি একটি সন্তানকে বিশেষ উপহার দেন, তবে অন্যদেরও একই মূল্যের উপহার দিতে হবে। অথবা সবাইকে একসাথে বৈশিষ্ট্যের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে।

শুধু উপহারেই নয়, ভালোবাসা প্রদর্শনেও সমতা রাখতে হবে।

বিশেষ মনোযোগ: একটি সন্তানকে সবসময় প্রশংসা করে এবং অন্যকে সবসময় সমালোচনা করে গড়ে তোলা শিশু মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ক্ষতিকর।

প্রশংসা ও উৎসাহের গুরুত্ব:

- প্রতিটি সন্তানকে তার অর্জনে প্রশংসা করতে হবে
- ছোট ছোট সাফল্যও স্বীকৃতি দিতে হবে
- সবার ভালো গুণাবলী দেখতে হবে এবং তা তুলে ধরতে হবে

অধ্যায় ১৮: শাসন ও সংশোধন

ভারসাম্যপূর্ণ শাসন

শিশুকে গড়ে তোলার জন্য শাসন প্রয়োজন, কিন্তু তা অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। অতিরিক্ত কঠোর শাসন শিশুকে ভয়ে রাখে এবং তার সৃজনশীলতা হারায়। অপর পক্ষে, কোনো শাসন না করলে শিশু সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে।

আধুনিক গবেষণা দেখায় যে:

- কঠোর শাসন: মানসিক সমস্যা, বিষাদ, চিন্তা এবং আক্রমণাত্মকতা বৃদ্ধি করে
- যেখানে শাসন নেই: শিশু অনুগত, দায়িত্বশীল হতে পারে না
- ভারসাম্যপূর্ণ শাসন: শিশু আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল এবং সফল হয়ে ওঠে

পরিবারে নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট নিয়ম থাকতে হবে যা সবাই জানে এবং বোঝে:

- নামাজের সময় কঠোরভাবে মেনে চলা
- খাওয়ার সময় পরিবারের সাথে খাওয়া
- ঘরে ফেরার নির্দিষ্ট সময়
- পড়াশোনার সময় ফোন ব্যবহার না করা
- সাপ্তাহে একবার পরিবারের সাথে সময় কাটানো

নিয়মের বৈশিষ্ট্য:

- স্পষ্ট এবং বোধগম্য হতে হবে
- প্রতিটি সদস্যের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে
- যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তবসম্মত হতে হবে
- নমনীয় থাকা উচিত (জরুরি পরিস্থিতিতে)

যখন শিশু নিয়ম ভাঙে, তখন সেই অনুযায়ী ফলাফল আসা উচিত:

পরিণাম অবিলম্বে হতে হবে: দেরি করলে শিশু কারণ এবং পরিণামের সম্পর্ক বুঝতে পারে না। যদি সোমবার কোনো ভুল করে এবং শুক্রবার শাস্তি পায়, তবে শিশু সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।

পরিণাম স্পষ্ট হতে হবে: "তুমি যদি আবার মোবাইল নিয়ে পড়াশোনায় বিরক্ত করো, তবে একটি সপ্তাহের জন্য মোবাইল কেড়ে নেওয়া হবে।" এমন স্পষ্ট কথা বলতে হবে।

পরিণাম সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে: একদিন হালকা শাসন করে এবং অন্যদিন কঠোর শাসন করা যাবে না। সবসময় একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

অধ্যায় ১৯: সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক

ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন

একটি সুখী পরিবারের ভিত্তি হল ভালোবাসা। সন্তান যখন বোঝে যে তার পিতামাতা তাকে ভালোবাসেন, তখন তার মনে নিরাপত্তার অনুভূতি জাগে এবং সে সুস্থ মনে বেড়ে ওঠে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا"

"فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ: "এবং আপনার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহের ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই বয়সে পরিপক্ক হয়, তাহলে তাদের প্রতি 'উফ' বলবে না, তাদের ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

এই আয়াতে পিতামাতার সেবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে পিতামাতারও সন্তানের প্রতি কোমল আচরণ করা উচিত।

"كَانَ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে রাসূল (সা.) একটি উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহজাব, আয়াত ২১)

রাসূল (সা.) তার সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। বর্তমান সময়ে অনেক পিতামাতা ব্যস্ত জীবনযাপনে সন্তানদেরকে তেমন গুরুত্ব দেননা। এটা ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সন্তানের কথা শোনা এবং তার মতামত সম্মান করা

অনেক পিতামাতা মনে করেন যে শুধুমাত্র আদেশ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করাই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু সন্তানের কথা শোনা এবং তার অনুভূতি বোঝাও সমান জরুরি।

"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ"

অর্থ: "এবং তাদের সাথে পরামর্শ কর বিষয়ে। অতঃপর যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৫৯)

রাসূল (সা.) নিজেই সাহাবীদের মতামত শুনতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যখন সন্তান আপনার সাথে তার সমস্যা বা স্বপ্ন শেয়ার করে, তখন তাকে বাধা দিবেন না, তাৎক্ষণিক সমালোচনা করবেন না। তার অনুভূতি বৈধ করুন এবং তাকে বুঝিয়ে বলুন।

সময় দেওয়ার গুরুত্ব।

আধুনিক যুগে সময় সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। পিতামাতারা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন এবং সন্তানদের জন্য সময় বের করতে পারেন না। কিন্তু সন্তান সঠিকভাবে লালন-পালনের জন্য সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
«أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

অর্থ:

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো—যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।”

সহীহ বুখারি — হাদিস ৬৪৬৫

সহীহ মুসলিম — হাদিস ৭৮৩

প্রতিদিন কমপক্ষে কিছু সময় সন্তানের সাথে কাটান। এটি হতে পারে:

- একসাথে খাবার খাওয়া
- হাঁটার সময় কথা বলা
- খেলাধুলা করা
- পড়াশোনায় সহায়তা করা
- তাদের স্কুলের দিন সম্পর্কে জানা

রাসূল (সা.)-এর সন্তানদের সাথে আচরণ

রাসূল (সা.) একজন পিতা হিসেবে কীভাবে আচরণ করেছেন, তা আমাদের জন্য একটি নিখুঁত উদাহরণ।

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: রাসূল ﷺ হাসান (রা.)-কে চুম্বন করলেন...

সহীহ বুখারি (হাদিস ৫৯৯৭)
সহীহ মুসলিম (হাদিস ২৩১৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَبَّلَهُ
—সহীহ আল-বুখারী (সংখ্যা ৫৯৯০)

বাংলা:
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ইবনে আলীকে কোলে নিলেন এবং আলিঙ্গন/চুম্বন করলেন।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَيَرْكَبُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُطِيلُ السُّجُودَ
—মুসনাদ আহমদ (১৭১৭৯), নাসায়ী

বাংলা:
রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো সিজদায় থাকতেন, তখন হাসান ও হুসাইন এসে তাঁর পিঠে চড়ে বসত। তিনি তাদের খেলতে দিতে সিজদা দীর্ঘ করতেন।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى...
—সহীহ বুখারী (২৬৯৬)

বাংলা:
উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর একটি উরুর ওপর বসাতেন এবং হাসানকে অন্য উরুর উপর বসাতেন।

রাসূল (সা.) যখন সন্তানদের শৃঙ্খলা শেখাতেন, তা করতেন ভালোবাসা এবং করুণার সাথে। তিনি তাদের মারতেন না বা কঠোর ভাষায় কথা বলতেন না। বরং তিনি তাদের বোঝাতেন এবং কেন এটি ভুল তা ব্যাখ্যা করতেন।

অধ্যায় ২০: বিবাহযোগ্য করে গড়ে তোলা

যৌবন একটি সংকটময় সময়। এই সময়ে সন্তানদের শরীর এবং মনে অনেক পরিবর্তন আসে এবং তারা বিভ্রান্ত বোধ করে। পিতামাতার দায়িত্ব এই সময়ে তাদের সঠিক পথ দেখানো।

রাসূল ﷺ বলেছেন যে কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে—তাদের একজন:

"وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ"

অর্থ: "সে যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে।" — সহীহ বুখারী (হাদিস ৬৬০) মুসলিম হাদিস ১০৩১

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

"বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জা রক্ষা করে। এটি তাদের জন্য পবিত্র" (সূরা আন-নূর, আয়াত ৩০)।
যৌবনকালে সন্তানদের শেখাতে হবে:
পবিত্রতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ তায়া'লা কোরআনে বলেছেন:
সূরা আল-আরাফ, 7:28

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

"তোমরা বল: আল্লাহ কখনো অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না।"

সূরা নূর, 24:19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াতে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

রাসুল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

"যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার দীনের অর্ধেক রক্ষা করে" (বায়হাকি, হাদিস ৭১৯৫)।

খারাপ সঙ্গী থেকে দূরে থাকা

"الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ"

অর্থ: "একজন মানুষ তার বন্ধুর ধর্মেই থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত দেখে নেওয়া সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।" (আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৩৫)

যৌবনে সঙ্গীদের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। পিতামাতাকে সতর্ক থাকতে হবে সন্তান কী ধরনের সঙ্গী বেছে নিচ্ছে।

যথাসময়ে বিবাহের ব্যবস্থা

যখন সন্তান পরিপক্ক বয়সে পৌঁছায়, তখন পিতামাতার দায়িত্ব হল তার বিবাহের ব্যবস্থা করা।

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ"

অর্থ: "হে তরুণরা, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম, তারা বিবাহ করুন। কারণ বিবাহ চোখকে নীচ রাখে এবং লজ্জাকে রক্ষা করে।" (বুখারী, হাদিস নং ৫১৯৩)

রাসূল (সা.) এর এই নির্দেশনা দেখায় যে বিবাহ শুধু একটি সামাজিক প্রথা নয়, বরং ধর্মীয় দায়িত্ব এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

পিতামাতাকে বিবাহের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে:

চরিত্র এবং ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচন

রাসুল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"নারী চারটি বিষয়ের জন্য বিবাহিত হয়: তার সম্পদ, তার বংশ, তার রূপ এবং তার দীন। তুমি দীনের উপর ভিত্তি করে বেছে নাও, তাহলে তোমার হাত ধুলোয় মিশে যাবে" (সহিহ বুখারি, হাদিস ৫০৯০)।

অনুরূপভাবে ছেলের ক্ষেত্রেও চরিত্র এবং দীনই প্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত।

আর্থিক প্রস্তুতি: বিবাহের জন্য যথাযথ আর্থিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। পিতামাতাকে সন্তানকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করতে হবে অথবা যুক্তিসঙ্গত মহর এবং খরচের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামে দারিদ্র্য কোনো লজ্জার বিষয় নয়, তবে সাধ্যের মধ্যে থাকা দায়িত্বশীলতার পরিচয়।

ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা: বিবাহের ব্যবস্থা করার সময় ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রয়োজনীয় খরচ, দেখাদেখি এবং সামাজিক চাপ এড়ানো উচিত। রাসুল (সা.) তার মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে কী পরিমাণ সহজ ভাবে বিবাহ দিয়েছিলেন, তা আমাদের একটি চমৎকার উদাহরণ।

দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা

বিবাহের আগেই সন্তানকে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা পরিবার এবং সমাজে সফল হতে পারে।

শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন: প্রথমেই আসে শিক্ষা। ইসলামে শিক্ষা অর্জন ফরজ।

রাসুল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক" (ইবন মাজাহ, হাদিস ২২৪)।

শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান জীবনে স্বাবলম্বী হতে পারে। পাশাপাশি বাস্তবসম্মত দক্ষতা শেখানোও প্রয়োজন যেমন রান্না, কাপড় মেরামত, গৃহস্থালী কাজ ইত্যাদি।

আর্থিক দায়িত্বশীলতা: অর্থ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। সন্তানকে শেখাতে হবে কীভাবে আয় করতে হয়, কীভাবে সঞ্চয় করতে হয় এবং কীভাবে যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে হয়। এটি তাদের পরবর্তী জীবনে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে।

নৈতিক এবং চারিত্রিক উন্নতি: সবকিছুর উপরে আসে সততা। ইসলামে চরিত্র হল সবচেয়ে বড় সম্পদ।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ:
“আমি উত্তম চরিত্র/সদ্গুণ পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।”

রেফারেন্স: মুসনাদ আহমাদ, হাদিস ৮৯৫২

একজন সততাশীল এবং ভালো চরিত্রের মানুষ যেকোনো পরিস্থিতিতে সফল হতে পারে।

"فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"

অর্থ: "বিবাহের পাত্রী হবে দ্বীনদার মহিলা, এটি তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো।" (বুখারী)
বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে প্রথম বিবেচনা হওয়া উচিত তার ধর্মীয় আচরণ এবং চরিত্র। সম্পদ এবং বংশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ধর্মীয় আচরণ সর্বাগ্রে আসা উচিত।
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে এমন আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর" (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত ৬)।

অধ্যায় ২১: দুআ এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

সন্তানের জন্য দুআর গুরুত্ব

দুআ মুমিনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাপতিয়ার। পিতামাতার দুআ সন্তানের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ যা আল্লাহ বিশেষভাবে গ্রহণ করেন।

রাসুল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ثَلَاثُ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَةٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"তিনটি দুআ নিশ্চিতভাবে গৃহীত হয়: বাবা-মায়ের দুআ, পথিকের দুআ এবং মজলুমের দুআ" (তিরমিজি, হাদিস ১৯০৫)।

পিতামাতার দায়িত্ব শুধু লালনপালন করা নয়, বরং সন্তানের জন্য নিয়মিত আল্লাহর কাছে দুআ করা। এই দুআ সন্তানকে সঠিক পথে থাকতে এবং জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করে।

শুধু মুসলিম বাবা-মায়েরা নয়, বরং অনেক সাহাবীরা তাদের বাবা-মায়ের দুআর কারণে মুসলিম হয়েছিলেন।

ক) নেক সন্তান চাওয়ার দুআ —

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে নেক সন্তান দান করো। নিশ্চয় তুমি দুআ কবুলকারী।”
— সূরা আলে-ইমরান: ৩৮

এই দুআ নেক, সৎ, চরিত্রবান সন্তান পাওয়ার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী দুআ।

(খ) সন্তানদের ঈমান রক্ষার দুআ —

رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
“হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা ও ভ্রান্তি থেকে দূরে রাখো।”
— সূরা ইব্রাহিম: ৩৫

(গ) লুকমান (আ.)-এর উপদেশ

লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন—

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ...
“হে আমার সন্তান! নামাজ কায়েম করো...”
— সূরা লুকমান: ১৭

এটি দুআর মতোই দিকনির্দেশনা। পিতামাতা যেমন দুআ করে, তেমনি সঠিক শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে পথে রাখার চেষ্টা করা—এ দুটো একই ধারার অংশ।

(ঘ) নূহ (আ.) সন্তানের জন্য দীর্ঘ সময় দুআ করেও তার পুত্র হিদায়াত গ্রহণ না করলে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দেন—

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ
“সে তোমার (দায়ী পরিবারভুক্ত) নয়।”
— সূরা হুদ: ৪৬

এটি প্রমাণ করে—
দুআ শক্তিশালী হলেও, হিদায়াত আল্লাহর হাতে।
পিতামাতার দায়িত্ব দুআ করা ও সৎপথ দেখানো; ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছায়।

নেক সন্তানের জন্য দোয়া

দৈনিক নিয়মিত দুআ: পিতামাতার উচিত প্রতিদিন সন্তানের জন্য দুআ করা, বিশেষ করে যে সময়গুলোতে দুআ কবুল হয় সেসময়ে বেশি বেশি দোয়া করা। যেমন: তাহাজ্জুদের রাত, ফজরের সময়, জুমার দিন, ইফতারের সময় এবং সেজদায় থাকার সময়, বৃষ্টির সময় ইত্যাদি।

এ সময়গুলোতে সন্তানের জন্য দুআ করলে তা অধিকতর তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪. দুআ করার আদব ও বাস্তব উপায়

দোয়ার প্রথমে ইস্তেগফার, আল্লাহর তাসবিহ, দরুদ শরীফ পড়ে দোয়া করলে খুব তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হয়।
দোয়া করার সময় বিনয়ী হয়ে নতমুখে আল্লাহর কাছে চাওয়া।

৫. কিছু শক্তিশালী দুআ

১. নেক ও সৎ সন্তান পাওয়ার দুআ

দোয়া:

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

উচ্চারণ: রব্বি হাব্ লি মিল্লাদুংকা যুররিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাহ।

অর্থ: "হে আমার রব, তোমার কাছ থেকে আমাকে পবিত্র (নেক) সন্তান দান কর।"

সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৮ (হজরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া)

২. সন্তানের ঈমান ও আকীদা রক্ষার দুআ

দোয়া:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

উচ্চারণ: রব্বিজ্ আল্নি মোকীমাস্ সালাহতি ওয়া মিন্ যুররিয়্যতি।

অর্থ: "হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদেরকেও।"

সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪০

৩. সন্তানকে শয়তান থেকে রক্ষার দুআ (নবজাতকের জন্য)

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্য বলতেন—

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারণ: উ'ঈযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্ কুলি শাইতানিন্ ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন্ কুলি আইনিল্লাম্মাহ।

সহিহ বুখারি, হাদিস নং **৩৩৭১**

৪. দুনিয়া–আখিরাতের কল্যাণের দুআ (পতি–পত্নী ও সন্তানদের জন্য)

দোয়া:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

উচ্চারণ: রব্বানা হাব্ লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আউইউন।

অর্থ: "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষুশীতলতা দান কর।"

সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭৪

উপসংহার

পিতামাতার দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা নয়, বরং সন্তানকে একজন দায়িত্বশীল, নৈতিক এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফল। তবে এই প্রচেষ্টার ফল অমূল্য।

"إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ أَبًا وَأُمًّا"

অর্থ: "নিশ্চিতভাবে সর্বোত্তম মানুষ হল তারা যারা তাদের পিতামাতার প্রতি সবচেয়ে উত্তম আচরণ করেন।"

পরিশেষে, পিতামাতাকে সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে এবং সন্তানদের জন্য দোয়া করতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে চলে এবং সফল হয়।